দীপিকা

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য

বি-ই-এস্।

উচ্চ বিদ্যা[illegible] উপযোগী সাহিত্য পুস্তক

দীপিকা

অধ্যাপক শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য বি, ই, এস্,
কর্ত্তৃক সংগৃহীত

শ্রীঅম্বিকাচরণ নাথ কর্ত্তৃক প্রকাশিত
রিপণ লাইব্রেরী, ঢাকা,

প্রথম সংস্করণ

সন ১৯৩০।

ঢাকা, জ্ঞানদায়িনী মেশিন-প্রেসে—
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য— ।/০

মাতৃভাষা দুই উদ্দেশ্যে শিক্ষা দেওয়া হয়—ভাবগ্রহণ ও ভাব-প্রকাশ। দৃষ্টিমাত্র পঠন ও আনন্দসম্ভোগ দ্বারা প্রথমোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। এই উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করিতে হইলে পঠনের প্রতি আগ্রহ বাড়াইয়া তোলা এবং জাতীয় গ্রন্থকারদিগের লিখিত পুস্তক পাঠ করিয়া মাতৃ-ভাষার প্রতি যাহাতে পাঠার্থীর অনুরাগ ও প্রীতি পুষ্টি লাভ করিতে পারে তৎপ্রতি শিক্ষকের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এক শত বা দেড় শত পৃষ্ঠার একখানি পুস্তকের বিষয়গুলির চর্ব্বিত চর্ব্বণ দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইতে পারে না। এজন্যই যেসকল গ্রন্থকার ও কবি আমাদের জাতীয় প্রতিভার প্রতিনিধি আমি তাঁহাদিগের রচিত পুস্তক হইতে ষষ্ঠ শ্রেণীর বালকদিগের উপযোগী বিষয় সংগ্রহ করিয়াছি। আমাদের জাতীয় ভাষার সম্পদ ও সৌন্দর্য্যের প্রতি অনুরাগ উদ্বুদ্ধ করা এবং জাতীয় কবি ও লেখকদিগের প্রতি শ্রদ্ধা জাগাইয়া তোলাই আমার উদ্দেশ্য। আমি যে সকল বিষয় সংগ্রহ ও নির্ব্বাচন করিয়াছি সেই সকল বিষয় দ্বারা বাংলা ভাষার ক্রম পরিণতি বা পরিপুষ্টির স্তর প্রদর্শন করা আমার উদ্দেশ্য নহে।

আমাদের জাতির গৌরব যে সকল লেখক, লেখিকা এবং কবি স্নেহ ও অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগের রচনা হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিবার জন্য আমাকে অনুমতি দিয়াছেন যথাস্থানে তাঁহাদের নাম স্বীকৃত হইয়াছে। [illegible] তাঁহাদের নিকট তাঁহাদের অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

অনেক চিঠি পত্র লিখিয়া এবং উত্তরের জন্য ডাক টিকিট প্রভৃতি পাঠাইয়াও শ্রদ্ধেয় ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের

কোনও উত্তর ব

অংশ এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিতে পারি ই। ইহাতে আমার ক্ষুদ্র পুস্তক অঙ্গহীন হইয়াছে।

কর্তৃপক্ষ এবং সুধীবর্গ পুস্তকখানির প্রা কৃপা দৃষ্টি প্রদর্শন করিলে পরবর্ত্তী সংস্করণে টীকা এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সংযোজিত হইবে।

শ্রী রুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

২৮. ৪. ৩০

গদ্যভাগ—

পদ্যভাগ—

* চিহ্নিত গদ্যাংশ ও কবিতা লেখক-লেখিকা বা স্বত্বাধিকারীর অনুমত্যনুসারে গৃহীত।

দ[illegible]পকা

শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

১। একদিন মহর্ষি বাল্মীকি বিরলে বসিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আমি যজ্ঞদানে আসক্ত হইয়া এত দিন বৃথা অতিবাহিত করিলাম, এ পর্য্যন্ত অভিপ্রেত সাধনের কোন উপায় নিরূপণ করিলাম না। যাহা হউক, এক্ষণে কি প্রণালীতে কুশ ও লবকে রামচন্দ্রের দর্শনপথে পাতিত করি। একবারেই উহাদের দুই সহোদরকে সমভিব্যাহারে করিয়া রাজসভায় লইয়া যাই, অথবা রামচন্দ্রকে কৌশলক্রমে এখানে আনাই, এবং বিরলে সকল বিষয়ের সবিশেষ কহিয়া এবং কুশ ও লবকে দেখাইয়া সীতার পরিগ্রহ প্রার্থনা করি। মনে মনে এইরূপ বিবিধ বিতর্ক করিয়া, পরিশেষে তিনি স্থির করিলেন যে কুশ ও লবকে রামায়ণ গান করিতে আদেশ করি। তাহারা স্থানে স্থানে গান করিলে ক্রমে ক্রমে রাজার গোচর হইবেক; তখন তিনি অবশ্য স্বীয়চরিতশ্রবণমানসে উহাদিগকে স্বসমীপে আহ্বান করিবেন, এবং তাহা হইলেই বিনা প্রার্থনায় আমার অভিপ্রেতসিদ্ধি হইবে।

২। এই সিদ্ধান্ত করিয়া মহা[illegible] ও লবকে স্বসমীপে আহ্বান করিলেন, এবং কহিলেন, বৎস [illegible]! বৎস লব! তোমরা প্রতিদিন সময়ে সময়ে সমাহিত হইয়া, ঋষিগণের বাসকুটীরের সম্মুখে, নরপতিগণের পটমণ্ডপমণ্ডলীর পুরোভাগে, পৌরগণ ও জানপদবর্গের আবাসশ্রেণীর সমীপদেশে এবং সভাভবনের অভিমুখ-ভাগে মনের অনুরাগে বীণাসংযোগে রামায়ণ গান করিবে। যদি রাজা, পরম্পরায় অবগত হইয়া তোমাদিগকে আহ্বান করিয়া, তাঁহার সম্মুখে গান করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন, তৎক্ষণাৎ গান করিতে আরম্ভ করিবে। আর যতক্ষণ তাঁহার নিকটে থাকিবে, কোন প্রকার ধৃষ্টতা বা অশিষ্টতা প্রদর্শন করিবে না। রাজা সকলের পিতা, অতএব তোমরা তাঁহার প্রতি পিতৃভক্তি প্রদর্শন করিবে। যদি সঙ্গীতশ্রবণে প্রীত হইয়া, রাজা অর্থপ্রদানে উদ্যত হন, লোভপরবশ হইয়া তাহা কদাচ গ্রহণ করিবে না, বিনয় ও ভক্তিযোগসহকারে নিস্পৃহতা দেখাইয়া ধনগ্রহণে অসম্মতি প্রদর্শন করিবে; কহিবে, মহারাজ! আমরা বনবাসী, আমাদের ধনে প্রয়োজন কি, তপোবনে থাকিয়া ফল-মূল দ্বারা প্রাণ ধারণ করি। আর যদি রাজা তোমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, কহিবে, আমরা বাল্মীকি-শিষ্য।

৩। এইরূপ আদেশ ও উপদেশ দিয়া মহর্ষি তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন, এবং তাহারাও দুই সহোদরে, তদীয় আদেশ ও উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, বীণাসহযোগে মধুরস্বরে স্থানে স্থানে রামায়ণ গান করিতে আরম্ভ করিল। যে সঙ্গীত শ্রবণ করিল, সেই মোহিত ও নিস্পন্দভাবে অবস্থিত হইয়া অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিতে লাগিল।

না হইবেই বা কেন ? ... ঃ, রামের চরিত্র অতি বিচিত্র ও পরম পবিত্র : দ্বিতীয়তঃ, বাল্মী... রচনা অতি চমৎকারিণী ও যার-পর-নাই মনোহারিণী ; তৃতীয়তঃ, কুশ ও লবের রূপ-মাধুরী দর্শন করিলেই মোহিত হইতে হয়, তাহাতে আবার তাহাদের স্বর এমন মধুর যে, উহার সহিত তুলনা করিলে কোকিলের কলরব কর্কশ বোধ হয় ; চতুর্থতঃ, বীণাযন্ত্রে তাহাদের যেরূপ অলৌকিক নৈপুণ্য জন্মিয়াছিল, তাহা অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব। যে সঙ্গীতে এ সমুদায়ের সমবায় আছে, তাহা শ্রবণ করিয়া কাহার চিত্ত অনির্ব্বচনীয় প্রীতিরসে পরিপূর্ণ না হইবে ?

৪। কিঞ্চিৎকাল পরেই, অনেকে রামের নিকটে গিয়া কহিতে লাগিল, মহারাজ ! দুই সুকুমার ঋষিকুমার বীণাযন্ত্রসহযোগে আপনকার চরিত্র গান করিতেছে ; যে শুনিতেছে, সেই মোহিত হইতেছে। আমরা জন্মাবচ্ছিন্নে কখনও এমন মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করি নাই। তাহারা যমজ সহোদর। মহারাজ ! মানব দেহে কেহ কখন এমন রূপের মাধুরী দেখে নাই। স্বরের মাধুরীর কথা অধিক কি কহিব, কিন্নরেরাও শুনিলে পরাভব স্বীকার করিবেক। আর, তাহারা যে কাব্য গান করিতেছে, তাহা কাহার রচনা বলিতে পারি না ; কিন্তু এমন অভূতপূর্ব্ব ললিত রচনা কখনও শ্রবণ করি নাই। মহারাজ ! আমাদের প্রার্থনা এই, তাহাদিগকে রাজসভায় আনাইয়া আপনকার সমক্ষে সঙ্গীত করিতে আদেশ করুন। আপনি তাহাদিগকে দেখিলে ও তাহাদের সঙ্গীত শ্রবণ করিলে মোহিত হইবেন, সন্দেহ নাই।

৫। শ্রবণমাত্র রামের অন্তঃক[illegible] অতি প্রভূত কৌতূহল-রসের সঞ্চার হইল। তখন তিনি এক[illegible]ভাসদ্ ব্রাহ্মণ দ্বারা তাহাদের দুই সহোদরকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলে[illegible]। তাহারা, রাজা আহ্বান করিয়াছেন শুনিয়া, ক্ষণবিলম্বব্যতিরেকে অতিবিনীতভাবে সভায় প্রবেশ করিল। তাহাদিগকে অবলোকন করিবামাত্র রামের হৃদয়ে কেমন এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের আবির্ভাব[illegible]ইল। প্রীতি-রস অথবা বিষাদ-বিষ সহসা সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত হইল, কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না; কিয়ৎক্ষণ বিভ্রান্তচিত্তের ন্যা[illegible] সেই দুই কুমারকে নিস্পন্দনয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং অকস্মাৎ এরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইল কেন, কিছুই অনুধাবন করিতে না পারিয়া চিত্রার্পিতপ্রায় উপবিষ্ট রহিলেন।

৬। কুমারেরা ক্রমে ক্রমে সন্নিহিত হ[illegible]য়া, মহারাজের জয় হউক বলিয়া সংবর্দ্ধনা করিল, এবং সমুচিত প্রদেশে উপবেশন করিয়া যথোচিত বিনয় ও ভক্তিযোগসহকারে জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! আমাদিগকে কি জন্য আহ্বান করিয়াছেন? তাহারা সন্নিহিত হইলে রাম তাহাদের কলেবরে আপনার ও জানকীর অবয়বের সম্পূর্ণ লক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত বিকলচিত্ত হইলেন। কিন্তু তৎকালে রাজসভায় বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল, এই নিমিত্ত অতি কষ্টে চিত্তের চাঞ্চল[illegible] সংবরণ করিয়া সম্পূর্ণ সপ্রতিভের ন্যায় কহিলেন, শুনিলাম, তোমরা অপূর্ব্ব গান করিতে পার; যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মোহিত হইয়া প্রশংসা করিতেছেন। এজন্য আমিও তোমাদের সঙ্গীত শুনিবার

মানস করিয়াছি। যদি তোমাদের অভিমত হয়, কিঞ্চিৎ গান করিয়া আমাকে প্রীতি প্রদান কর। তাহারা কহিল, মহারাজ! আমরা যে কাব্য গান করিয়া থাকি, তাহা অতি বিস্তৃত; তাহাতে মহারাজের চরিত্র সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে আমরা আপনার সমক্ষে ঐ কাব্যের কোন্ অংশ গান করিব, আদেশ করুন।

৭। সেই দুই কুমারকে নয়নগোচর করিয়া অবধি রামের চিত্ত এত চঞ্চল ও সীতা-শোক এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, লোকলজ্জাভয়ে আর ধৈর্য্যাবলম্বন করা অসাধ্য ভাবিয়া, তিনি সহসা সভাভঙ্গ করিয়া বিজন-প্রদেশ-সেবার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিলেন; এজন্য কহিলেন, অদ্য তোমরা নিজ অভিপ্রায়ানুরূপ যে কোন অংশ গান কর, কল্য প্রভাত অবধি প্রতিদিন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া তোমাদের মুখে সমুদায় কাব্য শ্রবণ করিব। তাহারা, যে আজ্ঞা মহারাজ! বলিয়া সঙ্গীত আরম্ভ করিল। সভাস্থ সমস্ত লোক মোহিত হইয়া মুক্তকণ্ঠে অশেষ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। রাম কবির পাণ্ডিত্যে ও রচনার লালিত্য দর্শনে চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কাব্য কাহার রচিত? কাহার নিকটেই বা তোমরা সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছ? তাহারা কহিল, মহারাজ! এই কাব্য ভগবান্ বাল্মীকির রচিত; আমরা তাঁহার তপোবনে প্রতিপালিত হইয়াছি, এবং তাঁহার নিকটেই সমুদায় শিক্ষা করিয়াছি। তখন রাম কহিলেন, ভগবান্ বাল্মীকি স্বরচিত কাব্যে অতি অদ্ভুত কবিত্বশক্তি প্রদর্শন

করিয়াছেন। অল্প শুনিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারা যায় না। কিন্তু অদ্য তোমাদের অনেক পরিশ্রম হইয়াছে, আর তোমাদিগকে অধিক কষ্ট দিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না; আজি তোমরা আবাসে গমন কর।

৮। এই বলিয়া তাহাদের দুই সহোদরকে বিদায় করিয়া, রাম সে দিবস সত্বর সভাভঙ্গ করিলেন এবং আপন বাসভবনে প্রবেশ করিয়া একাকী চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই দুই কুমারকে অব-লোকন করিয়া আমার অন্তঃকরণ এত আকুল হইল কেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আপন সন্তানকে দেখিলে লোকের চিত্তে যেরূপ স্নেহ ও বাৎসল্য-রসের সঞ্চার হয় বলিয়া শুনিতে পাই, ইহাদিগকে দেখিয়া আমারও ঠিক সেইরূপ হইতেছে। কিন্তু এরূপ হইবার কোন কারণই দেখিতেছি না। ইহারা ঋষিকুমার। আর যদিই বা ঋষিকুমার না হয়, তাহা হইলেই বা আমার সে আশা করিবার সম্ভাবনা কি? আমি যে অবস্থায় যেরূপে প্রিয়ারে বনবাস দিয়াছি, তাহাতে তিনি দুঃসহ শোকে ও দুরপনেয় অপমানভরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। লক্ষ্মণ পরিত্যাগ করিয়া আসিলে, হয় তিনি আত্মঘাতিনী হইয়াছেন, নয় কোন দুরন্ত হিংস্র জন্তু তাঁহার প্রাণসংহার করিয়াছে। তিনি যে তেমন অবস্থায় প্রাণধারণে সমর্থ হইয়া নির্বিঘ্নে সন্তান প্রসব করিয়াছেন, এবং তাহাদের লালনপালন করিতে পারিয়াছেন, এরূপ আশা করা নিতান্ত দুরাশামাত্র। আমি যেরূপ হতভাগ্য, তাহাতে এত সৌভাগ্য কোনক্রমেই সম্ভবিতে পারে না।

৯। এই বলিয়া একান্ত বিকলচিত্ত হইয়া রাম অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, কিন্তু উহাদের আকার-প্রকার দেখিলে ক্ষত্রিয়কুমার বলিয়াই স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে। অধিকন্তু উহাদের কলেবরে আমার অবয়বের সম্পূর্ণ লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। দেখিলেই আমার প্রতিরূপ বলিয়া বিলক্ষণ বোধ হয়। আর অভিনিবেশপূর্ব্বক অবলোকন করিলে সীতার অবয়ব-সৌসাদৃশ্য নিঃসংশয়িতরূপে প্রতীয়মান হইতে থাকে। ভ্রূ, নয়ন, নাসিকা, কর্ণ, চিবুক, ওষ্ঠ ও দন্তপঙ্‌ক্তিতে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না। এত সৌসাদৃশ্য কি কেবল অনিমিত্তঘটনামাত্রে পর্য্যবসিত হইবে? আর ইহারা কহিল, বাল্মীকিতপোবনে প্রতিপালিত হইয়াছে। আমিও লক্ষ্মণকে সীতারে বাল্মীকি-তপোবনে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে কহিয়াছিলাম। হয়ত মহর্ষি কারুণ্যবশতঃ সীতারে আপন আশ্রমে লইয়া গিয়াছিলেন, তথায় তিনি এই দুই যমজ-সন্তান প্রসব করিয়াছেন। লক্ষণ দেখিয়া সকলে এরূপ সম্ভাবনা করিতেন, জানকী গর্ভযুগল ধারণ করিয়াছেন। এ সকল আলোচনা করিলে আমার আশা নিতান্ত দুরাশা বলিয়াও বোধ হয় না। অথবা আমি মৃগতৃষ্ণিকায় ভ্রান্ত হইয়া অনর্থক আপনাকে ক্লেশ দিতে উদ্যত হইয়াছি। যখন আমি নৃশংস রাক্ষসের ন্যায় নিতান্ত নির্দ্দয় ও নিতান্ত নির্ম্মম হইয়া তাদৃশী পতিপ্রাণা কামিনীরে সম্পূর্ণ নিরপরাধে বনবাস দিয়াছি, তখন আর সে সব আশা করা নিতান্ত মূঢ়ের কর্ম্ম। হা প্রিয়ে! তুমি তেমন সাধুশীলা ও সরলহৃদয়া হইয়া কেন এমন

দুঃশীলের ও ক্রূরহৃদয়ের হস্তে পড়িয়াছিলে ? আমি যখন তোমায় নিতান্ত পতিপ্রাণা ও একান্ত শুদ্ধাচারিণী জানিয়াও অনায়াসে বনবাস দিতে, এবং বনবাস দিয়া এ পর্য্যন্ত প্রাণধারণ করিতে পারিয়াছি, তখন আমা অপেক্ষা নৃশংস ও পাষাণ-হৃদয় আর কে আছে ?

১০। এই প্রকার আক্ষেপ করিতে করিতে দুঃসহ শোকভরে অভিভূত হইয়া রাম বিচেতনপ্রায় হইলেন, এবং অবিরলধারায় বাষ্পবারি বিমোচন ও মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি কিঞ্চিৎ শান্তচিত্ত হইয়া কহিতে লাগিলেন, বাল্মীকি সীতারে আপন আশ্রমে লইয়া গিয়াছেন, এবং সীতা তথায় এই দুই যমজ-তনয় প্রসব করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। ইহারা যে প্রকৃত ঋষিকুমার নহে, তাহার এক দৃঢ় প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। আকার দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হয়, ইহারা অল্প দিন মাত্র উপনীত হইয়াছে। এক্ষণে ইহাদের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসরের অধিক নহে ; বোধ হয়, একাদশ বর্ষে উপনয়ন-সংস্কার সম্পন্ন হইয়াছে। ক্ষত্রিয়কুমার না হইলে এ বয়সে উপনয়ন হইবে কেন ? প্রকৃত ঋষিকুমার হইলে, মহর্ষি অবশ্যই অষ্টম বর্ষে ইহাদের সংস্কার সম্পাদন করিতেন। তদ্ব্যতিরিক্ত উপনীত ঋষিকুমারদিগের যেরূপ বেশ হয়, ইহাদের বেশ সর্ব্বাংশে সেরূপ লক্ষিত হইতেছে না। যদি ইহারা ক্ষত্রিয়কুমার হয়, তাহা হইলে ইহাদের সীতার সন্তান হওয়া যত সম্ভব, অন্যের সন্তান হওয়া তত সম্ভব বোধ হয় না। কারণ অন্য ক্ষত্রিয়সন্তানের তপোবনে প্রতিপালিত ও উপনীত

হওয়ার সম্ভাবনা কি ? আমার মত হতভাগা লোকের সন্তান না হইলে, ইহাদের কদাচ এ অবস্থা ঘটিত না।

১১। মনে মনে এইরূপ বিতর্ক ও আক্ষেপ করিয়া রাম কহিতে লাগিলেন, যদি প্রিয়া এ পর্য্যন্ত জীবিতা থাকেন, এবং এই দুই কুমার আমার তনয় হয়, তাহা হইলে কি আহ্লাদের বিষয় হয় ! প্রিয়া পুনরায় আমার নয়নের ও হৃদয়ের আনন্দদায়িনী হইবেন ইহা ভাবিলেও আমার সর্ব্বশরীর অমৃত-রসে অভিষিক্ত হয়। এই বলিয়া, যেন সীতার সহিত সমাগম অবধারিত হইয়াছে, ইহা স্থির করিয়া রাম কহিতে লাগিলেন, এই দীর্ঘ বিয়োগের পর যখন প্রথম সমাগম হইবে, তখন বোধ হয়, আমি আহ্লাদে অধৈর্য্য হইব ; প্রিয়ারও আহ্লাদের একশেষ হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। প্রথম সমাগমক্ষণে উভয়েরই আনন্দাশ্রু প্রবাহ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে থাকিবে। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ চিন্তায় মগ্ন হইয়া তিনি হর্ষ-বাষ্প বিসর্জ্জন করিলেন। পরক্ষণেই এই চিন্তা উপস্থিত হইল, আমি যেরূপ নৃশংস আচরণ করিয়াছি, তাহাতে প্রিয়ার সহিত সমাগম হইলে কেমন করিয়া তাঁহার নিকট মুখ দেখাইব ? অথবা তিনি যেরূপ সাধুশীলা ও সরলহৃদয়া, তাহাতে অনায়াসেই আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আমি দেখিবামাত্র তাঁহার চরণে ধরিয়া প্রিয়বচনে ক্ষমা প্রার্থনা করিব। কিয়ৎক্ষণ পরেই আবার এই চিন্তা উপস্থিত হইল, পাছে প্রজালোকে ঘৃণা ও বিরাগ প্রদর্শন করে, এই আশঙ্কায় আমি প্রিয়ারে বনবাসে প্রেরণ করিয়াছি ; এক্ষণে যদি তাঁহাকে গ্রহণ করি, তাহা হইলে পুনরায়

সেই আশঙ্কা উপস্থিত হইতেছে। এতকাল আপনাকে ও প্রিয়াকে দুঃসহ বিরহ-যাতনায় যে দগ্ধ করিলাম, সে সকলই বিফল হইয়া যায়।

১২। এই বলিয়া নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া রাম কিয়ৎক্ষণ অপ্রসন্নমনে অবস্থিত রহিলেন। অনন্তর সহসা উদ্ভূত রোষাবেশ-সহকারে কহিতে লাগিলেন, আর আমি অমূলক লোকাপবাদে আস্থা প্রদর্শন করিব না। অতঃপর প্রিয়ারে গ্রহণ করিলে যদি প্রজালোকে অসন্তুষ্ট হয় হউক, আর আমি তাহাদের ছন্দানুবৃত্তি করিতে পারিব না। আমি যথেষ্ট করিয়াছি। রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া কে কখন আমার ন্যায় আত্মবঞ্চনা করিয়াছে? প্রথমে প্রিয়ারে বনবাস দেওয়াই নিতান্ত নির্ব্বোধের কর্ম্ম হইয়াছে। এক্ষণে আমি অবশ্যই তাঁহারে গ্রহণ করিব। নিতান্ত না হয়, ভরতের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া প্রিয়াসমভিব্যাহারে বানপ্রস্থ-ধর্ম্ম অবলম্বন করিব। প্রিয়াবিরহিত হইয়া রাজ্যভোগ অপেক্ষা তাঁহার সমভিব্যাহারে বনবাস আমার পক্ষে সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর, তাহার সন্দেহ নাই।

১৩। রাম আহারনিদ্রাপরিহারপূর্ব্বক এইরূপ বহুবিধ চিন্তায় মগ্ন হইয়া রজনী যাপন করিলেন।

শকুন্তলার পতিগৃহে গমন

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

১। কিয়দ্দিন পরে মহর্ষি কণ্ব সোমতীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। এক দিন তিনি অগ্নিগৃহে প্রবিষ্ট হইয়া হোমকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, এমন সময়ে এই দৈববাণী হইল, মহর্ষে! রাজা দুষ্মন্ত, মৃগয়া উপলক্ষে তোমার তপোবনে আসিয়া, শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। মহর্ষি এইরূপে শকুন্তলার পরিণয়-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, তাঁহার অগোচরে ও সম্মতিব্যতিরেকে সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া, কিঞ্চিন্মাত্রও রোষ বা অসন্তোষ প্রদর্শন করিলেন না; বরং যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া কহিতে লাগিলেন, আমার পরম সৌভাগ্য যে শকুন্তলা এতাদৃশ সৎপাত্রের হস্তগত হইয়াছে। অনন্তর প্রফুল্ল-বদনে শকুন্তলার নিকটে গিয়া সাতিশয় পরিতোষ প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, বৎসে! তোমার পরিণয়-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অনির্ব্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং অদ্যই দুই শিষ্য ও গোতমীকে সমভিব্যাহারে দিয়া, তোমাকে ভর্ত্তৃসন্নিধানে পাঠাইয়া দিতেছি। অনন্তর তদীয় আদেশক্রমে শকুন্তলার প্রস্থানের উদ্‌যোগ হইতে লাগিল।

২। প্রস্থানসময় উপস্থিত হইল। গোতমী এবং শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত নামে দুই শিষ্য শকুন্তলার সমভিব্যাহারে গমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা যথাসম্ভব বেশভূষাসমাধান করিয়া দিলেন। মহর্ষি শোকাকুল হইয়া মনে মনে কহিতে

লাগিলেন, অদ্য শকুন্তলা যাইবে বলিয়া আমার মন উৎক হইতেছে, নয়ন অবিরত বাষ্পবারিতে পরিপূর্ণ হইতেছে, কণ্ঠরোধ হইয়া বাক্‌শক্তি রহিত হইতেছে, জড়তায় নিতান্ত অভিভূত হইতেছি। কি আশ্চর্য্য! আমি বনবাসী, স্নেহবশতঃ আমারও ঈদৃশ বৈক্লব্য উপস্থিত হইতেছে, না জানি সংসারীরা এমন অবস্থায় কি দুঃসহ কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। বুঝিলাম স্নেহ অতি বিষম বস্তু! পরে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া, শকুন্তলাকে কহিলেন, বৎসে! বেলা হইতেছে, প্রস্থান কর, আর অনর্থক কালহরণ করিতেছ কেন? এই বলিয়া তপোবন-তরুদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সন্নিহিত তরুগণ! যিনি তোমাদিগের জল-সেচন না করিয়া কদাচ জলপান করিতেন না, যিনি ভূষণপ্রিয়া হইয়াও স্নেহবশতঃ কদাচ তোমাদের পল্লব ভঙ্গ করিতেন না, তোমাদের কুসুমপ্রসবের সময় উপস্থিত হইলে যাঁহার আহ্লাদের সীমা থাকিত না, অদ্য সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছেন, তোমরা অনুমতি কর।

৩। অনন্তর, সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। শকুন্তলা, গুরুজন-দিগকে প্রণাম করিয়া, প্রিয়ংবদার নিকটে গিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে কহিতে লাগিলেন, সখি! আর্য্যপুত্রকে দেখিবার নিমিত্ত আমার চিত্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছে বটে, কিন্তু তপোবন পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আমার পা উঠিতেছে না। প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখি! তুমিই যে কেবল তপোবন-বিরহে কাতরা হইতেছ এরূপ নহে; তোমার বিরহে তপোবনের কি অবস্থা হইতেছে, দেখ। দেখ, সচেতন

জীবমাত্রেই নিরানন্দ ও শোকাকুল ; হরিণগণ, আহার-বিহারে পরাঙ্মুখ হইয়া স্থির হইয়া রহিয়াছে, মুখের গ্রাস মুখ হইতে পড়িয়া যাইতেছে ; ময়ূর-ময়ূরী নৃত্য পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধমুখ হইয়া রহিয়াছে ; কোকিল-কোকিলাগণ আম্রমুকুলের রসাস্বাদে বিমুখ হইয়া নীরব হইয়া আছে ; মধুকর-মধুকরী মধুপানে বিরত হইয়াছে ও গুন্ গুন্ ধ্বনি পরিত্যাগ করিয়াছে।

৪। কণ্ব কহিলেন, বৎসে ! আর কেন বিলম্ব কর, বেলা হয়। তখন শকুন্তলা কহিলেন, তাত ! বনতোষিণীকে সম্ভাষণ না করিয়া যাইব না। এই বলিয়া বনতোষিণীর নিকটে গিয়া কহিলেন, বনতোষিণি ! শাখাবাহু দ্বারা আমাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন কর ; আজি অবধি আমি দূরবর্ত্তিনী হইলাম। অনন্তর অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে কহিলেন, সখি ! আমি বনতোষিণীকে তোমাদের হস্তে অর্পণ করিলাম। তাঁহারা কহিলেন, সখি ! আমাদিগকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিলে ? বল। এই বলিয়া শোকাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কণ্ব কহিলেন, অনসূয়ে ! প্রিয়ংবদে ! তোমরা কি পাগল হইলে ? তোমরা কোথায় শকুন্তলাকে সান্ত্বনা করিবে, তাহা না করিয়া তোমরাই রোদন করিতে আরম্ভ করিলে !

৫। এক পূর্ণগর্ভা হরিণী কুটীরের প্রান্তে শয়ন করিয়াছিল ; তাহার দিকে দৃষ্টিপাত হওয়াতে, শকুন্তলা কণ্বকে কহিলেন, তাত ! এই হরিণী নির্বিঘ্নে প্রসব হইলে আমাকে সংবাদ দিবে, ভুলিবে না বল। কণ্ব কহিলেন, না বৎসে ! আমি কখনই বিস্মৃত হইব না।

৬। কয়েক পদ গমন করিয়া শকুন্তলার গতিভঙ্গ হইল। শকুন্তলা, আমার অঞ্চল ধরিয়া কে টানে, এই বলিয়া মুখ ফিরাইলেন। কণ্ব কহিলেন, বৎসে! যাহার মাতৃবিয়োগ হইলে তুমি জননীর ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলে, যাহার আহারের নিমিত্ত তুমি সর্ব্বদা শ্যামাক আহরণ করিতে, যাহার মুখ কুশের অগ্রভাগ দ্বারা ক্ষত হইলে, তুমি ইঙ্গুদীতৈল দিয়া ব্রণশোধন করিয়া দিতে, সেই মাতৃহীন হরিণ-শিশু তোমার গমন রোধ করিতেছে। শকুন্তলা তাহার গাত্রে হস্তপ্রদান করিয়া কহিলেন, বাছা! আর আমার সঙ্গে এস কেন? ফিরিয়া যাও, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি। তুমি মাতৃহীন হইলে আমি তোমাকে প্রতিপালন করিয়াছিলাম; এখন আমি চলিলাম; অতঃপর পিতা তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। এই বলিয়া রোদন করিতে করিতে চলিলেন। তখন কণ্ব কহিলেন, বৎসে! শান্ত হও, অশ্রুবেগ সংবরণ কর, দেখিয়া চল। উচ্চ-নীচ না দেখিয়া পদক্ষেপ করাতে বারংবার আঘাত লাগিতেছে।

৭। এইরূপ নানাকারণে গমনের বিলম্ব দেখিয়া, শার্ঙ্গরব কণ্বকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনকার আর অধিক দূর সঙ্গে আসিবার প্রয়োজন নাই; এই স্থানেই, যাহা বলিতে হয় বলিয়া দিয়া প্রতিগমন করুন। কণ্ব কহিলেন, তবে আইস, এই ক্ষীরবৃক্ষের ছায়ায় দণ্ডায়মান হই। অনন্তর সকলে সন্নিহিত ক্ষীরপাদপচ্ছায়ায় অবস্থিত হইলে, কণ্ব কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া শার্ঙ্গরবকে কহিলেন, বৎস! তুমি শকুন্তলাকে

রাজার সম্মুখে রাখিয়া তাঁহাকে আমার এই আবেদন জানাইবে— আমরা বনবাসী, তপস্যায় কালযাপন করি, তুমি অতি প্রধান বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, আর শকুন্তলা বন্ধুবর্গের অগোচরে স্বেচ্ছাক্রমে তোমাতে অনুরাগিণী হইয়াছে ; এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া, অন্যান্য সহধর্ম্মিণীর ন্যায়, শকুন্তলাতেও স্নেহদৃষ্টি রাখিবে। আমাদের এই পর্য্যন্ত প্রার্থনা। ইহার অধিক ভাগ্যে থাকে ঘটিবেক ; তাহা আমাদের বলিয়া দিবার নয়।

৮। কণ্ব, শার্ঙ্গরবের প্রতি এই সন্দেশ নির্দ্দেশ করিয়া শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে ! এক্ষণে তোমাকেও কিছু উপদেশ দিব। আমরা বনবাসী বটে, কিন্তু লৌকিক বৃত্তান্তেও নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহি। তুমি পতিগৃহে গিয়া গুরুজনদিগের শুশ্রূষা করিবে, সপত্নীদিগের সহিত প্রিয়সখী ব্যবহার করিবে, পরিচারিণীদিগের প্রতি সম্পূর্ণ দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিবে, সৌভাগ্য-গর্ব্বে গর্ব্বিতা হইবে না, স্বামী কার্কশ্য প্রদর্শন করিলেও, রোষবশা ও প্রতিকূলচারিণী হইবে না। মহিলারা এরূপ ব্যবহারিণী হইলেই গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিতা হয়, বিপরীতকারিণীরা কুলের কণ্টক-স্বরূপা। ইহা কহিয়া বলিলেন, দেখ, গোতমীই বা কি বলেন ? গোতমী কহিলেন, বধূদিগকে এই বই আর কি কহিয়া দিতে হইবেক ? পরে শকুন্তলাকে কহিলেন, বাছা ! উনি যেগুলি বলিলেন, সকল মনে রাখিও।

৯। এইরূপে উপদেশপ্রদান সমাপ্ত হইলে, কণ্ব শকুন্তলাকে কহিলেন, বৎস ! আমরা আর অধিক দূর যাইব না। আমাকে

ও সখীদিগকে আলিঙ্গন কর। শকুন্তলা অশ্রুপূর্ণনয়নে কহিলেন, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাও কি এইখান হইতেই ফিরিয়া যাইবে? ইহারা সে পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে যাউক। কণ্ব কহিলেন, না বৎসে! ইহাদের বিবাহ হয় নাই; অতএব সে পর্য্যন্ত যাওয়া ভাল দেখায় না; গোতমী তোমার সঙ্গে যাইবেন। শকুন্তলা পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া গদ্‌গদ স্বরে কহিলেন, তাত! তোমাকে না দেখিয়া সেখানে কেমন করিয়া প্রাণধারণ করিব? এই বলিতে বলিতে দুই চক্ষে ধারা বহিতে লাগিল। তখন কণ্ব অশ্রুপূর্ণনয়নে কহিলেন, বৎসে! এত কাতরা হইতেছ কেন? তুমি পতিগৃহে গিয়া গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিতা হইয়া সাংসারিক ব্যাপারে অনুক্ষণ এরূপ ব্যস্ত থাকিবে যে, আমার বিরহজনিত শোক অনুভব করিবার অবকাশ পাইবে না। শকুন্তলা পিতার চরণে পতিতা হইয়া কহিলেন, তাত! আবার কত দিনে এই তপোবনে আসিব? কণ্ব কহিলেন, বৎসে! সসাগরা ধরিত্রীর একাধিপতির মহিষী হইয়া এবং অপ্রতিহত-প্রভাব স্বীয় তনয়কে সিংহাসনে সন্নিবেশিত ও তদীয় হস্তে সমস্ত সাম্রাজ্যের ভার সমর্পিত দেখিয়া, পতি সমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার এই শান্তরসাস্পদ তপোবনে আসিবে।

১০। শকুন্তলাকে এইরূপ শোকাকুলা দেখিয়া গোতমী কহিলেন, বাছা! আর কেন, ক্ষান্ত হও, যাইবার সময় বহিয়া যায়। সখীদিগকে যাহা কহিতে হয় বলিয়া লও, আর বিলম্ব করা হয় না। তখন শকুন্তলা সখীদিগের নিকটে গিয়া কহিলেন, সখি!

তোমরা উভয়ে এককালে আলিঙ্গন কর। উভয়ে আলিঙ্গন করিলেন। তিন জনেই রোদন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সখীরা শকুন্তলাকে কহিলেন, সখি ! যদি রাজা শীঘ্র চিনিতে না পারেন, তাঁহাকে তাঁহার স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দেখাইও। শকুন্তলা শুনিয়া সাতিশয় শঙ্কিতা হইয়া কহিলেন, সখি ! তোমরা এমন কথা বলিলে কেন ? বল। আমার হৃৎকম্প হইতেছে। সখীরা কহিলেন, না সখি ! ভীতা হইও না ; স্নেহের স্বভাবই এই, অকারণে অনিষ্ট আশঙ্কা করে।

১১। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকলের নিকট বিদায় লইয়া শকুন্তলা, গোতমী প্রভৃতির সমভিব্যাহারে, দুষ্মন্ত-রাজধানী প্রতি প্রস্থান করিলেন। কণ্ব, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা এক দৃষ্টিতে শকুন্তলার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে ক্রমে শকুন্তলা দৃষ্টি-পথের বহির্ভূতা হইলে অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। মহর্ষিও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, অনসূয়ে ! প্রিয়ংবদে ! তোমাদের সহচরী প্রস্থান করিয়াছেন। এক্ষণে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া আমার সহিত আশ্রমে প্রত্যাগমন কর। এই বলিয়া মহর্ষি আশ্রমাভিমুখ হইলেন এবং তাঁহারাও তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। যাইতে যাইতে মহর্ষি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, যেমন স্থাপিত ধন ধন-স্বামীকে প্রত্যর্পণ করিলে লোক নিশ্চিন্ত ও সুস্থ হয়, তদ্রূপ, অদ্য, আমি শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্ত ও সুস্থ হইলাম।

মিত্রতা

অক্ষয়কুমার দত্ত

১। সঙ্গলাভের বাসনা আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ, এবং সমস্ত সদ্‌গুণ আমাদের আদরণীয়। কাহারও কোন সদ্‌গুণ সন্দর্শন করিলে, তাহার প্রতি অনুরাগ-সঞ্চার হয়, এবং অনুরাগ-সঞ্চার হইলেই, তাহার সহিত সহবাস করিবার বাসনা উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে একজনের প্রতি অন্য জনের শ্রদ্ধা ও প্রীতির উদ্রেক হইতে পারে; কিন্তু উভয়ের সমান ভাব না হইলে, প্রকৃতরূপ বন্ধুত্ব-ভাবের উৎপত্তি হয় না। সমান ভাব ও সমান অবস্থা সদ্ভাব-সঞ্চারের মূলীভূত। এই হেতু, বালকের সহিত বালকের, যুবার সহিত যুবার এবং প্রাচীনের সহিত প্রাচীন ব্যক্তির সৌহৃদ্য-ভাব সহজে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। এই হেতু পণ্ডিতের সহিত পণ্ডিত লোকের, অজ্ঞের সহিত অজ্ঞ লোকের, সাধুর সহিত সাধু লোকের, এবং অসাধুর সহিত অসাধু লোকের মিত্রতা-ভাব অক্লেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই হেতু ধনীর সহিত ধনী লোকের, দুঃখীর সহিত দুঃখী লোকের এবং মধ্য-বিত্তের সহিত মধ্য-বিত্ত লোকের অপেক্ষাকৃত অধিক সৌহৃদ্য সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ মানসিক প্রকৃতির সাম্যভাবই বন্ধুত্ব-গুণোৎপত্তির প্রধান কারণ। যে সমস্ত সুচরিত্র ব্যক্তির মনোবৃত্তি একরূপ হয়, সুতরাং এক বিষয়ে প্রবৃত্তি ও এক কার্য্যে অনুরক্তি জন্মে, তাঁহাদেরই পরস্পর প্রকৃতরূপ মিত্রতালাভের সম্ভাবনা।

২। কিন্তু মেদিনী-মণ্ডলে দুই ব্যক্তির সর্ব্ববিষয়ে সমান হওয়া সম্ভব নয়। যাহাদের জ্ঞান সমান, তাহাদের অবস্থা সমান নয়। যাহাদের অবস্থা সমান, তাহাদের ধর্ম্ম সমান নয়। যাহাদের ধর্ম্ম সমান, তাহাদের প্রবৃত্তি সমান নয়। যাহাদের প্রবৃত্তি সমান, তাহাদের সম্পত্তি সমান নহে। অনৈক্য ঘটনার এইরূপ অশেষবিধ হেতু বিদ্যমান থাকাতে, এক ব্যক্তির সহিত অন্য ব্যক্তির সমস্ত বিষয়ে মিলন হয় না; সুতরাং সম্পূর্ণরূপে সৌহৃদ্য-ভাবও উৎপন্ন হয় না। যে বিষয়ে যাহাদের অন্তঃকরণের ঐক্য হয়, তাহাদের সেই বিষয় অবলম্বন করিয়া সদ্ভাব হইতে পারে, এবং যে পর্য্যন্ত অন্য বিষয়ে বৈষম্যভাব উপস্থিত না হয়, সে পর্য্যন্ত সেই সদ্ভাব স্থায়ী হইতে পারে। যাঁহার সহিত কিয়ৎ বিষয়ে ঐক্য হয়, আমরা এ সংসারে তাঁহাকেই বন্ধুত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, মনের ক্ষোভ নিবারণ করি। এরূপ বন্ধুও অতি দুর্লভ।

৩। আমরা যাদৃশ বন্ধু-লাভের নিমিত্ত ব্যাকুল হই, যদিও তাদৃশ বন্ধু ধরণী-মণ্ডলে নিতান্ত দুর্লভ, তথাচ বন্ধু-ব্যতিরেকে জীবিত থাকা দুঃসহ ক্লেশের বিষয়। কোন জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত-শিরোমণি উল্লেখ করিয়াছেন, বন্ধু-ব্যতিরেকে সংসার একটি অরণ্য মাত্র। অপর এক মহাত্মা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বন্ধু-হীন জীবন আর সূর্য্য-হীন জগৎ উভয়েই তুল্য। তৃতীয় এক ব্যক্তি লিখিয়া গিয়াছেন, সংসার-রূপ বিষবৃক্ষে দুইটি সুরস ফল বিদ্যমান আছে, কাব্যরূপ অমৃত-রসের আস্বাদন ও সজ্জনের সহিত সমাগম। যিনি দুঃখের হস্তে পতিত হইয়াও বন্ধুজনের দর্শন পান, দুঃখ কি কঠোর

পদার্থ, তিনি তাহা অবগত নহেন। যিনি বন্ধুগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সম্পৎ-সুখ সম্ভোগ করেন, বন্ধু-ব্যতিরেকে বিষয়-সম্পত্তি কেমন অকিঞ্চিৎকর, তাহাও তাঁহার প্রতীত হয় নাই। বন্ধু শব্দ যেমন সুমধুর, বন্ধুর রূপ তেমনি মনোহর। বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাপিত চিত্ত শীতল হয়, এবং বিষণ্ণ বদন প্রসন্ন হয়। প্রণয়-পবিত্র সচ্চরিত্র মিত্রের সহিত সহবাস ও সদালাপ করিয়া যেমন পরিতোষ জন্মে, তেমন আর কিছুতেই জন্মে না। তাঁহার সহিত সহসা সাক্ষাৎকার হইলে, কি জানি কি নিমিত্ত শোক-সন্তপ্ত সুদুঃখিত ব্যক্তিরও অধরযুগলে মধুর হাস্যের উদয় হয়। দীর্ঘকাল অনশনের পর অন্নভোজন করিলে যেরূপ তৃপ্তি জন্মে, পিপাসায় শুষ্ক-কণ্ঠ হইয়া সুশীতল জল পান করিলে যেরূপ সুখানুভব হয়, এবং তপন-তাপে তাপিত হইয়া, সুবিমল সুস্নিগ্ধ সমীরণ সেবন করিলে, অঙ্গ-সন্তাপ দূরীকৃত হইয়া যেরূপ প্রমোদ-লাভ হয়, সেইরূপ প্রিয় বন্ধুর সুমধুর সান্ত্বনা-বাক্য দ্বারা দুঃখিত জনের মনের সন্তাপ অন্তরিত হইয়া, সন্তোষসহ প্রবোধ-সুধার সঞ্চার হয়।

৪। বন্ধুত্ব-গুণের প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। উহা এমন মনোহর বিষয় যে, শত শত গ্রন্থকার উহার মাধুর্য্য ও মনোহারিত্ব বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু কেহই তদ্বিষয়ে মনের ক্ষোভ নিবারণ করিতে সমর্থ হন নাই। ফলতঃ এস্থলে আমাদের মিত্রতা-ঘটিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিবরণ করা যত আবশ্যক, মিত্রতার গুণ বর্ণন করা তত আবশ্যক নয়। কাহারও সহিত মিত্রতা-সূত্রে বদ্ধ হইবার সময়ে কিরূপ অনুষ্ঠান করা উচিত; তৎপরে যতকাল তাঁহার সহিত মিত্রতা

থাকে, ততকাল কিরূপ আচরণ করা বিধেয় ; পরিশেষে যদি বিচ্ছেদ ঘটে, তাহা হইলেই বা কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য ; এই ত্রিবিধ কর্ত্তব্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ক্রমে ক্রমে লিখিত হইতেছে।

৫। প্রথমতঃ, জ্ঞানবান্ সচ্চরিত্র ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের সহিত মিত্রতা করা কর্ত্তব্য নয়। সাধু-সঙ্গ যেমন গুণ-কারী, অসাধু-সঙ্গ তেমন অগুণকারী—ইহা প্রসিদ্ধই আছে। বন্ধুর দোষে আমাদের চরিত্র দূষিত হয়। আমরা যে ব্যক্তিকে একান্ত ভালবাসি ও যাঁহার সহিত সর্ব্বদা সহবাস করি, তাঁহার দোষ-সমুদায়কে দোষ বলিয়া বিবেচনা করি না ; প্রত্যুত, তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া, তদনুরূপ অসদাচরণ করিতেই প্রবৃত্ত হই। তাঁহার দোষ-সমুদায় আমাদিগের এমন অক্লেশে অভ্যাস পায় যে, জানিতে পারিলেও পারি না, কিরূপে অভ্যাস হইল। অতএব যখন আমাদের গুণাগুণ ও সুখ-দুঃখ মিত্রের গুণাগুণের এত সাপেক্ষ, তখন যে ব্যক্তিকে সচ্চরিত্র ও সদ্বিবেচক বলিয়া নিশ্চয় না জানা যায়, তাঁহার সহিত মিত্রতা করা কোনরূপেই শ্রেয়স্কর নয়। যাঁহার বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি উভয়ই বলবতী, তাঁহারই সহিত মিত্রতা করা কর্ত্তব্য।

৬। মিত্রের দোষে চিরজীবন দুঃখ পাইবার সম্ভাবনা এবং মিত্রের গুণে চিরজীবন সুখী হইবার সম্ভাবনা। যে দুষ্কর্ম্মশালী দুঃশীল ব্যক্তির সহিত কিছুদিন মিত্রতা থাকিয়া বিচ্ছেদ হইয়া যায়, তাহারও সেই অল্প কালের সংসর্গ-দোষে আমাদের চরিত্র এমন দূষিত হইতে পারে যে, জন্মের মত দোষী থাকিয়া, অশেষবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়া কাল হরণ করিতে হয়। যদি কিয়ৎক্ষণ হাস্য-

কৌতুক ও প্রমোদ-সম্ভোগ মাত্র বন্ধুত্ব-করণের উদ্দেশ্য হইত, তবে, কেবল পরিহাস-পটু সুরসিক ব্যক্তি দেখিয়া, তাঁহারই সহিত বন্ধুত্ব করিতাম। যদি কাহারও নিকট কিছু সাংসারিক উপকার প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে শিষ্টতা ও সৌজন্য-প্রকাশ মাত্র বন্ধুত্ব-করণের প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে, কেবল উদার-স্বভাব ঐশ্বর্য্যশালী অথবা ক্ষমতাপন্ন পদস্থ ব্যক্তি দেখিয়া তাঁহারই সহিত বন্ধুত্ব করিতাম। যদি লোক-সমাজে মান্য লোকের মিত্র বলিয়া গণ্য হওয়া বন্ধুত্ব-করণের অভিসন্ধি হইত, তাহা হইলে, কোন লোক-মান্য বিখ্যাত ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব করিবার জন্য, অথবা কথঞ্চিৎ লোকের নিকট তাঁহার বন্ধু বলিয়া পরিচিত হইবার নিমিত্ত অশেষ মত চেষ্টা পাইতাম। কিন্তু যদি মিত্রের সহিত মিত্রের মনোমিলনের নাম মিত্রতা হয়, যদি মিত্রের ক্লেশে ও মিত্রের বিপদে বিপন্ন হওয়া বিধেয় হয়, যদি মিত্রের দোষ গোপন করিয়া সুস্পষ্ট পক্ষপাত-দোষে দূষিত হওয়া আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ হয়, যদি পাপিষ্ঠ মিত্রের সংসর্গবশতঃ পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অনুরক্তি হওয়া সম্ভাবিত হয়, যদি বন্ধুজনের কদাচার-জনিত কলঙ্ক শুনিয়া লজ্জিত ও সন্তপ্ত হওয়া অকপট-হৃদয় সুহৃদ্‌বর্গের প্রকৃতি-সিদ্ধ হয়, তবে কাহারও সহিত মিত্রতা-গুণে বদ্ধ হইবার পূর্ব্বে, তাঁহার গুণ ও চরিত্র যত্নপূর্ব্বক নিরূপণ করা কর্ত্তব্য, তাহার সন্দেহ নাই। যিনি তোমার সহিত আত্মীয়তা করিবার বাসনা করেন, তিনি আপনি আপনার আত্মীয় কি না, বিচার করিয়া দেখ।

৭। ধরণী-মণ্ডলে ধর্ম্ম-ব্যতিরেকে আর কিছুই স্থায়ী নহে। ধর্ম্ম

যে মিত্রতার মূলীভূত নয়, তাহা কদাচ স্থায়ী হয় না। বন্ধু যেমন বিশ্বাস-স্থল, এমন আর কেহই নয়। কিন্তু অপাত্রে বিশ্বাস করিলে, অবিলম্বেই প্রতিফল পাইতে হয়। যে ব্যক্তি স্বার্থ-লাভ প্রত্যাশায় কাহারও সহিত মিলন করে, যদি বন্ধুজন-সম্পর্কীয় কোন গুহ্য কথা ব্যক্ত করিলে, স্বার্থলাভ হয়, তবে সে কথা কেন না প্রকাশ করিবে? যে ব্যক্তি অধর্ম্মাচরণ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হয় না, সে বন্ধুজন-সমীপেই বা বিশ্বাস-ঘাতকতা করিতে কেন কুণ্ঠিত হইবে? যে ব্যক্তি আমাদের আকস্মিক দারিদ্র্য-দশা উপস্থিত দেখিয়া, আমাদের নিকট উপকার-প্রত্যাশা রহিত হইল বলিয়া, চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত হয়, সে ব্যক্তি আমাদের দুঃখানলে সান্ত্বনা-সলিল সেচন করিতে কেন ব্যগ্র হইবে? এমন ব্যক্তি যদি আমাদের অপযশ ঘোষণা করিয়া স্বার্থ লাভ করিতে পারে, তবে আমাদিগের চরিত্রে অসত্য কলঙ্ক আরোপণ-পূর্ব্বক সুখ্যাতি লোপ করিতেই বা কেন পরাঙ্মুখ হইবে? অনেক ব্যক্তি বিশ্বাস-ঘাতক বন্ধুর বিষম অত্যাচার-জনিত দুঃসহ ক্লেশে কাতর হইয়া থাকেন, এ কথা যথার্থ বটে, কিন্তু ঐ ক্লেশ কেবল সেই বন্ধুর দোষে নয়, নিজ দোষেও উৎপন্ন হইয়া থাকে। অপাত্রে বিশ্বাসস্থাপন করাতেই তাঁহাকে ঐ প্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হয়। বন্ধুত্ব-ঘটনার প্রারম্ভ-সময়ে যে সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করা উচিত, তাহা না করাতেই, উক্তরূপ ক্লেশ-পরম্পরা ভোগ করিতে হয়। অতএব অসাধু লোকের সহিত বন্ধুতা করা কোনরূপেই শ্রেয়স্কর নহে। সদ্‌বিদ্যাশালী সচ্চরিত্র দেখিয়া বন্ধু করিবে।

৮। দ্বিতীয়তঃ, যে সময়ে কোন ব্যক্তিকে মিত্র বলিয়া অবধারণ করা যায়, সেই সময় অবধি তৎসংক্রান্ত কতকগুলি অতি মনোহর অভিনব ব্রতে আমাদিগকে ব্রতী হইতে হয়। সেই সমুদায় পবিত্র ব্রতই বা কি, এবং কিরূপেই বা পালন করিতে হয়, পশ্চাৎ তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইতেছে। যত কাল তাঁহার সহিত মিত্রতা থাকে, তাবৎ তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার সম্পাদন করিতে হয়, তাহা অগ্রে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। তাঁহার বিচ্ছেদ বা প্রাণত্যাগ-জনিত সুদারুণ শোক-সন্তাপ যদি আমাদের ভাগ্যে ঘটে, তাহা হইলে, তৎপরে যাবৎ কাল জীবিত থাকিতে হয়, তাবৎ কাল তদীয় সদ্ভাব-সংক্রান্ত যে যে নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য, তাহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে।

৯। আমরা যাঁহার সহিত যথা-নিয়মে বন্ধুত্ব-বন্ধনে বদ্ধ হই, তাঁহাকে অসঙ্কুচিত-চিত্তে অব্যাহতভাবে বিশ্বাস করা প্রথম কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যখন আমরা তাঁহাকে নিতান্ত বিশ্বাস-ভাজন বিবেচনা করিয়া, তাঁহার সহিত সৌহৃদ্য-রূপ বিশুদ্ধ ব্রত অবলম্বন করিয়াছি তখন, তাঁহার নিকট অকপট-হৃদয়ে হৃদয়-কবাট উদ্ঘাটন করা, সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। রোমক-দেশীয় কোন নীতি-প্রদর্শক নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "তুমি যাঁহাকে আত্মবৎ বিশ্বাস না কর, তাঁহাকে যদি বন্ধু বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাক, তবে তুমি বন্ধুত্ব-গুণের প্রকৃত প্রভাব প্রতীতি করিতে সমর্থ হও নাই ; তুমি যাঁহার প্রতি অনুরক্ত হও, তিনি তোমার হৃদয়-নিলয়ে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত কি না, দীর্ঘকাল বিবেচনা করিবে। কিন্তু যখন বিচার করিলে, তাঁহাকে

যথার্থরূপ উপযুক্ত বলিয়া স্থির করিবে, তখন তাঁহাকে অন্তঃকরণের অভ্যন্তরে স্থান প্রদান করিবে।" বাস্তবিক মিত্র-সদৃশ প্রত্যয়-স্থল আর কেহই নাই। প্রকৃত মিত্রের অকপট হৃদয় বিশ্বাস-রূপ পরম পদার্থের জন্ম-ভূমি বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। তাঁহার হস্তে ধন-প্রাণাদি সমুদায়ই বিশ্বাস করিয়া অর্পণ করা যায়। কোন বিষয়ই তাঁহার নিকট গোপন রাখিবার বিষয় নয়। যে বিষয় পিতার নিকট ব্যক্ত করিতে শঙ্কা উপস্থিত হয়, ভ্রাতার নিকট প্রকাশ করিতে সংশয় জন্মে, এবং ভার্য্যা-সমীপেও সময়-বিশেষে গোপন রাখিতে হয়, মিত্র-সন্নিধানে তাহা অসঙ্কুচিত-চিত্তে অক্লেশে ব্যক্ত করা যায়।

১০। যে ব্যক্তি একান্ত প্রীতি-ভাজন ও নিতান্ত বিশ্বাস-পাত্র, তাঁহার কল্যাণ-সাধন বিষয়ে সহজেই অনুরাগ হইয়া থাকে, এবং বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তদর্থে যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হয়; তাঁহার যদি কোন বিষয়ের অপ্রতুল উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, সে অপ্রতুল-পরিহারার্থ সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যদি তিনি শোক-সন্তাপে সন্তপ্ত হন, তাহা হইলে, প্রীতি-বচন ও স্নেহ-বিতরণ দ্বারা সেই সন্তাপের শান্তি করিতে সযত্ন হওয়া উচিত। যদিও আমরা তাঁহার শোক-দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তি করিতে সমর্থ না হই, তথাচ কিছু না কিছু শমতা করিতে পারি, তাহার সন্দেহ নাই। কখন কখন প্রণয়-পবিত্র প্রবোধ-বচন দ্বারা তাঁহার দুঃখের উপর সুখের ছায়া পাতিত করিয়া, শোকের বিষয় কিয়ৎক্ষণ বিস্মৃত রাখিতে পারি। যদি তিনি

নিরপরাধে লোকের নিকট নিন্দিত হন, তাহা হইলে, আমরা তাঁহাকে নির্দ্দোষ জানিয়া প্রবোধ দিতে ও তাঁহার মিথ্যাপবাদ-জনিত মানসিক গ্লানির শমতা করিতে সমর্থ হই ; এবং জন-সন্নিধানে তদীয় নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত সাধ্যানুসারে চেষ্টা পাইতে পারি। তাঁহার উল্লিখিতরূপ অশেষপ্রকার উপকার সম্পাদন করা, আমাদের উচিত কর্ম্ম। তাঁহার উপকার-সাধনে সযত্ন ও সমর্থ হওয়া, আমাদের সুখের কার্য্য ও সৌভাগ্যের বিষয় বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

১১। বন্ধুর পাপাঙ্কুর উৎপাটন করা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আমরা তাঁহার যত প্রকার উপকার সাধন করিতে পারি, তন্মধ্যে কোন প্রকারই উহার তুল্য কল্যাণকর নয়। মনুষ্যের পক্ষে কোন পদার্থ ধর্ম্ম অপেক্ষায় হিতকারী নহে ; অতএব হৃদয়াধিক প্রিয়তম সুহৃজ্জনের হত-প্রায় ধর্ম্ম-রত্ন উদ্ধার করিয়া দেওয়া অপেক্ষা অন্য কোন প্রকারে তাঁহার অধিকতর উপকার করিতে সমর্থ হওয়া যায় না। যে সময় যাঁহাকে বন্ধুত্ব-পদে বরণ করা যায়, সে সময়ে তিনি যথার্থ সচ্চরিত্র থাকিলেও, পরে অসচ্চরিত্র হওয়া অসম্ভব নহে। মনুষ্যের মন নিরন্তর একরূপ থাকা সহজ নয় ; পুণ্য-পদবীতে ভ্রমণ করিতে করিতে, দৈবাৎ পদ-স্খলন হইয়া, বিপথগামী হইবার সম্ভাবনা আছে। বন্ধুজনের এতাদৃশ অকল্যাণকর বিড়ম্বনা ঘটিলে, তাঁহাকে পুণ্য-পথে পুনরানয়ন করিবার নিমিত্ত সাধ্যানুসারে যত্ন করা কর্ত্তব্য। পাপাসক্ত ব্যক্তিকে হিত-বাক্য কহিলে, কি জানি সে বিপরীত ভাবিয়া রুষ্ট

ও অসন্তুষ্ট হয়, এই বিবেচনায় অনেকে মিত্রগণের দোষ সংশোধন করিতে প্রবৃত্ত হন না; কিন্তু তাঁহাদের এরূপ ব্যবহার উচিত ব্যবহার নয়। পীড়িত ব্যক্তি কটু ও তিক্ত ঔষধ ভক্ষণ করিতে সম্মত না হইলেও, তাহাকে ঐ সমুদায় রোগনাশক সামগ্রী সেবন করান যেমন অবশ্যই কর্ত্তব্য, অধর্ম্ম-স্বরূপ মানসিক রোগে রুগ্ন ব্যক্তিকেও উপদেশ-ঔষধ সেবন করান, সেইরূপ অবশ্যই কর্ত্তব্য ও পুণ্য কর্ম্ম। সে বিষয়ে পরাঙ্মুখ হইলে, বন্ধুত্ব-ব্রত লঙ্ঘন করা হয়। তাঁহার সন্তোষ-সাধন ও রোগোৎপত্তি-নিবারণ-উদ্দেশে মৃদুবচনে সুমধুরভাবে উপদেশ দেওয়া বিধেয়। যদি তিনি বন্ধুত্ব-গুণের প্রকৃত মর্য্যাদা গ্রহণ করিতে ও আমাদের উপদেশ-বাক্যের অভিসন্ধি বুঝিতে সমর্থ হন, তাহাহইলে তিনি আপনার অবলম্বিত অধর্ম্ম-পথ পরিত্যাগ করিতে সচেষ্ট হইবেন ও আমাদের প্রতি রুষ্ট না হইয়া, সমধিক সন্তুষ্টই হইবেন। আমরা তাঁহার ধর্ম্ম-রূপ অমূল্য রত্ন উদ্ধারার্থ প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া, তিনি আমাদের প্রতি অধিকতর অনুরাগ প্রকাশ করিবেন, এবং প্রণয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা-রস মিলিত করিয়া, অপূর্ব্ব মাধুর্য্যভাব প্রদর্শন করিবেন।

১২। যাঁহারা সরলান্তঃকরণে প্রিয়-বচনে মিত্র-গণের দোষোল্লেখ করিয়া, সদুপদেশ প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ হন, তাঁহারা প্রকৃত মিত্র-পদের বাচ্য নহেন। যাঁহারা কোন মিত্রের কুপ্রবৃত্তি সমুদায় বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া, তাঁহার রোষোৎপত্তির আশঙ্কায় বাক্যমাত্র ব্যয় করেন না, স্পষ্টবাদী শত্রুসকল তাঁহাদের অপেক্ষা হিতকারী

সুহৃদ্ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। রোমক-রাজ্যের এক পণ্ডিত কহিয়া গিয়াছেন, “অনেক ব্যক্তি প্রিয়ংবদ মিত্র অপেক্ষায় বদ্ধবৈর শত্রু-সমীপে অধিক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। কারণ, তাঁহারা উক্তরূপ শত্রুর নিকট সকল যথার্থ কথা শ্রবণ করিয়াছেন, কিন্তু উক্তরূপ মিত্রগণের নিকট কস্মিন্‌কালে শুনেন নাই। তাঁহাদের বিরাগ ও অনুরাগ উভয়ই বিপরীত ; কেন না, তাঁহারা অধর্ম্মের অনুরক্তি ও সদুপদেশ-গ্রহণে বিরক্তি প্রকাশ করেন। ধনাঢ্যদিগের মধ্যে অনেকেই, অথবা প্রায় সকলেই উক্তরূপ মিত্র-মণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত থাকেন। তাঁহারা আপনার তুষ্টিকর ভিন্ন অন্য বাক্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন না, এবং তাঁহারা যে সমস্ত পদানত বন্ধুকে বন্ধু সম্বোধন করেন, তাহারাও তাঁহাদের তোষ-জনক ব্যতীত অন্য বাক্য উল্লেখ করিতে সাহসী হয় না। ধনী মহাশয়েরা চতুর্দ্দিক্ হইতে আপন ধ্বনির প্রতিধ্বনি শুনিতেই ভালবাসেন এবং তদীয় আজ্ঞাবহ মিত্র মহাশয়েরা প্রতি বাক্যেতেই তাঁহাদের সে বাসনা সুসিদ্ধ করিতে থাকেন। পূজ্য ও পূজক উভয় বন্ধুর মধ্যে এক জন পরিচারণা ও অন্য জন অর্থলাভমাত্র অভিলাষ করেন। তাঁহারা যদি পরস্পর মিত্রশব্দের বাচ্য হইতে পারেন, তবে ক্রীত দাস ও ক্রেতা স্বামীই বা সেই শব্দের প্রতিপাদ্য কেন না হইবে ? অকপট-হৃদয়ে অকুণ্ঠিত-ভাবে সদুপদেশ প্রদান করা এবং সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ-পূর্ব্বক সেই উপদেশ গ্রহণ করা, বন্ধুত্ব-গুণের প্রকৃত লক্ষণ। সে স্থলে যদি চাটুকারিতা-দোষ উপস্থিত হয়, তবে সেই চাটুকারিতা

যেমন অনিষ্টকর হইয়া উঠে, বিদ্বেষীদিগের সুস্পষ্ট বিদ্বেষ-বচন কদাচ সেরূপ অনিষ্টকর নয়।

১৩। তৃতীয়তঃ, কাহারও সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে বদ্ধ হইতে হইলে, সে সময়ে কিরূপ আচরণ করিতে হয় এবং বদ্ধ হইবার পরেই বা তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, এই দুই বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত লিখিত হইল। এক্ষণে বন্ধুত্ব-ঘটিত চরম ক্রিয়ার বিষয় অতি সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

১৪। সৎপাত্রে প্রণয় সংস্থাপন করিলে, কস্মিন্ কালে সে প্রণয়ের বিচ্ছেদ হওয়া সম্ভব নয়। যাঁহারা পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট পবিত্র নিয়মানুসারে পরস্পর বন্ধুত্বব্রত অবলম্বন করেন, তাঁহাদের মধ্যে এক জনের অন্তিম দশা উপস্থিত না হইলে, তদীয় বন্ধুত্বেরও অন্তিম দশা উপস্থিত হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, মিত্র-পরিগ্রহ-সময়ে যিনি যত বিবেচনা করুন না কেন ও যত সাবধান হউন্ না কেন, লক্ষণাক্রান্ত সুজন মিত্র নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া সুকঠিন কর্ম্ম। অবনী-মণ্ডলে জ্ঞান-পবিত্র সুচরিত্র মিত্র-সদৃশ সুদুর্লভ পদার্থ আর কিছুই নাই। আমরা এক সময়ে যাঁহাকে নিতান্ত নিষ্কলঙ্ক জানিয়া, সুহৃদ্ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, অন্য সময়ে তাঁহার এমন কলঙ্ক প্রকাশিত হইয়া পড়ে যে, তাঁহার সহিত সৌহৃদ্য রাখিবার আর[illegible] পথ থাকে না। যদিও তিনি কোন গুরুতর দৃষ্টদোষে দূ[illegible]ত না হন, তথাচ এরূপ সন্দিগ্ধ, সারল্য-হীন ও কোপন-স্বভা[illegible] হইতে পারেন যে, তাঁহার প্রণয়-পাত্র ও বিশ্বাস-ভাজন হও[illegible] একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠে। অতএব যাঁহারা

পরস্পরের গুণাগুণ বুঝিতে অসমর্থ হইয়া বন্ধুত্ব-বন্ধনে বদ্ধ হন, কোন না কোন কালে তাঁহাদের সেই বন্ধন একেবারে ছিন্ন হওয়া সম্ভব। যদি ভাগ্য-দোষ বশতঃ এতাদৃশ নিদারুণ ঘটনা নিতান্তই ঘটিয়া উঠে, তথাচ তাঁহাদিগের বন্ধুত্ব-ঘটিত কর্ত্তব্য কর্ম্মসাধনের সমাপ্তি হয় না। আমরা জন্মাবধি কস্মিন্ কালে যাহার মুখাবলোকন করি নাই, আর যাহার সহিত সহবাস ও সদালাপ করিয়া, পুলকিত-চিত্তে কিয়ৎকাল অতিপাত করিয়াছি, এই উভয়ই আমাদের সমান যত্নের পাত্র বা সমান অবজ্ঞার বিষয় বলিয়া কখনই গণ্য হইতে পারে না। যদিও ঐ শেষোক্ত সুহৃদ্ মহাশয় আমাদের সহিত নিতান্ত ন্যায়-বিরুদ্ধ ব্যবহার করিয়া, আমাদের অনুরাগ লাভের একান্তই অযোগ্য হন, তথাচ তিনি সদ্ভাবের সময়ে বিশ্বাস করিয়া আমাদিগকে যে কোন গোপনীয় বিষয় অবগত করিয়াছিলেন, সেই সদ্ভাবের অসদ্ভাব হইলেও, তাহা কদাচ ব্যক্ত করা উচিত নয়। যে সময়ে কাহারও সহিত সৌহৃদ্য থাকে, সে সময়ে তিনি আপনার মনের কবাট উদ্ঘাটন করিয়া, আমাদের নিকট এতাদৃশ গুহ্যবিষয় প্রকাশ করিতে পারেন যে, তাহা ব্যক্ত হইলে, তাঁহার অশেষ অনর্থের উৎপত্তি হইতে পারে। যদি তাঁহার উক্ত-রূপ অনর্থের অথবা কিছুমাত্র অনিষ্ট-ঘটনার সম্ভাবনা নাও থাকে, তথাচ যখন আমরা তাঁহার নিকট স্বীকার করিয়াছি—অমুক বিষয় অপ্রকাশ রাখিব, তখন তাহা প্রাণসত্ত্বে প্রকাশ করা বিধেয় নয়। যদি তাঁহার সমীপে উক্তরূপ বাচনিক অঙ্গীকার নাই করিয়া থাকি, তথাচ যাঁহার সহিত প্রণয়-পাশে বদ্ধ থাকিতে হয়, তাঁহার নিকট

উক্তরূপ অঙ্গীকার করা, প্রথমাবধিই সিদ্ধ হইয়া থাকে। বন্ধুজনের গুহ্য বিষয় ব্যক্ত করা বিহিত নয়, ইহা বন্ধুত্ব-বিষয়ক এক প্রধান নিয়ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। অতএব তিনি সদ্ভাব সত্ত্বে বিশ্বাস করিয়া, সংগোপনে যে বিষয় আমাদিগকে অবগত করিয়াছেন, সদ্ভাবের অসদ্ভাব হইলেও, তাহা চিরকালই হৃদয়-মধ্যে যত্নপূর্ব্বক নিহিত রাখা বিধেয়।

১৫। প্রায় সকল বিধিরই স্থল-বিশেষে সঙ্কোচ করিতে হয়। সৌহৃদ্যের বিভেদ হইলেও, সুহৃজ্জনের গুহ্য বিষয় প্রকাশ করা নিতান্ত নিষিদ্ধ, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু একটি স্থলে উহা নিষিদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করা যায় না। যদি তিনি দ্বেষ-পরবশ হইয়া, মিথ্যাপবাদ দিয়া, আমাদের নির্দ্দোষ চরিত্রকে দূষিত বলিয়া প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন, আর তাঁহার পূর্ব্ব-কথিত কোন গোপনীয় বিষয় ব্যক্ত না করিলে, সে দোষে উদ্ধার পাইবার সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে, সে বিষয় প্রকাশ করা কদাচ অবৈধ বলিয়া অঙ্গীকার করা যায় না। তিনি যখন অনর্থক অপবাদ দিয়া, আমাদের অকলঙ্কিত চরিত্রকে কলঙ্কিতবৎ প্রতীয়মান করিতে উদ্যত হইলেন, তখন বলিতে হইবে, আমরা যে তাঁহার পূর্ব্ব-কথিত গুপ্ত বিষয় গোপন রাখিব, তিনি আর এরূপ প্রত্যাশা করেন না।

১৬। এতাদৃশ সুহৃদ্ভেদ সমধিক যন্ত্রণার বিষয়। কিন্তু অনেকের বন্ধুত্ব ইহা অপেক্ষাও স্থায়ী ও সুখকর হইয়া থাকে। জীবনান্ত-ব্যতিরেকে তাঁহাদের সৌহৃদ্য-ভাবের অন্ত হয় না। সুহৃদ্ভাগ্যশালী

উভয় মিত্রের মধ্যে একজন যদি দুর্ব্বিপাকবশতঃ প্রাণত্যাগ করেন, তাহা হইলে, অন্য জন তখনও একেবারে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না, এবং নিষ্কৃতি পাইতে বাসনাও করেন না। তিনি মিত্রের শোকে বিমুগ্ধ হইয়া অশ্রু-জলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিলেও, সে জলে তাঁহার হৃদয়স্থিত প্রীতির চিহ্ন প্রক্ষালিত হয় না। তিনি বন্ধুর দেহ দীপ্ত চিতায় দগ্ধ হইতে দেখিলেও, সে বন্ধুর কথনোন্মুখ মনোহর মূর্ত্তি তাঁহার চিত্তপথ হইতে অপনীত হয় না। তিনি অতি দুঃসহ শোক-সন্তাপে সন্তপ্ত হইলেও তাঁহার অন্তঃকরণের প্রেমের অঙ্কুর কদাচ দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হয় না। বন্ধুর মান, বন্ধুর যশ ও বন্ধুর পরিজন, তখন তাঁহার প্রীতি ও স্নেহ অধিকার করিয়া থাকে। তিনি মৃত বন্ধুর পরিবার ও দেশান্তরনিবাসী অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির পরিবার, এই উভয়ের প্রতি কদাচ সমান ভাব প্রকাশ করিতে পারেন না। তিনি অপরিচিত ব্যক্তির দুরবস্থার বিষয় শুনিয়া যেমন উদাসীন থাকেন, মৃত বন্ধুর সন্তানের বিপৎ-পতনের সমাচার শুনিয়া, সেরূপ উদাসীন থাকিতে কদাচ সমর্থ হন না। মৃত বন্ধুকে স্মরণ রাখা, তাঁহার সদ্‌গুণসমূহ কীর্ত্তন করিয়া তদীয় যশঃ-শশধর বিমল রাখিতে চেষ্টা পাওয়া এবং তাঁহার পরিজনবর্গের প্রতি অনুরক্ত থাকিয়া, তাহাদের প্রতি সৌজন্য ও কারুণ্যভাব প্রকাশ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

উপমন্যু, আরুণি ও বেদ

কালীপ্রসন্ন সিংহ

আয়োদ-ধৌম্য নামক এক ঋষি ছিলেন। উপমন্যু, আরুণি ও বেদ নামে তাঁহার তিনটি শিষ্য ছিল। তিনি একদিন পাঞ্চালদেশীয় আরুণি নামক শিষ্যকে আহ্বান করিয়া ক্ষেত্রের আলি বাঁধিতে অনুমতি করিলেন। আরুণি উপাধ্যায়ের উপদেশক্রমে ক্ষেত্রে গমন করিয়া অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও পরিশেষে আলি বাঁধিতে অশক্ত হইলেন। অগত্যা তথায় শয়ন করিয়া জলনির্গম নিবারণ করিলেন। উপাধ্যায় আয়োদ-ধৌম্য শিষ্যগণকে জিজ্ঞাসিলেন, পাঞ্চালদেশীয় আরুণি কোথায় গিয়াছে। তাহারা কহিল, ভগবন্! আপনি তাহাকে ক্ষেত্রের আলি বাঁধিতে প্রেরণ করিয়াছেন। তাহা শ্রবণ করিয়া উপাধ্যায় কহিলেন, যথায় আরুণি গমন করিয়াছে, চল, আমরাও তথায় যাই। অনন্তর সেই স্থানে গমন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে এইরূপে তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন, ভো বৎস আরুণি! কোথায় গিয়াছ, আইস। তৎশ্রবণে আরুণি সহসা তথা হইতে উত্থিত ও উপাধ্যায়ের সন্নিহিত হইয়া অতি বিনীতবচনে নিবেদন করিলেন, ক্ষেত্রের যে জল নিঃসৃত হইতেছিল, তাহা অবারণীয়; সুতরাং তৎপ্রতিরোধের নিমিত্ত, আমি তথায় শয়ন করিয়াছিলাম, এক্ষণে আপনার কথা শ্রবণ করতঃ সহসা কেদারখণ্ড বিদারণ করিয়া আপনার সম্মুখীন হইলাম, অভিবাদন করি, আর কি অনুষ্ঠান করিব, অনুমতি করুন। আরুণি এইরূপ কহিলে উপাধ্যায় উত্তর করিলেন,

বৎস! যেহেতু তুমি কেদারখণ্ড বিদারণ করিয়া উত্থিত হইয়াছ, অতএব অদ্যাবধি তোমার নাম উদ্দালক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে, এবং আমার আজ্ঞা পালন করিয়াছ, এই নিমিত্ত তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। সকল বেদ ও সকল ধর্ম্মশাস্ত্র সর্ব্বকাল সমভাবে তোমার অন্তরে প্রতিভাত হইবে। পরে আরুণি উপাধ্যায়ের আদেশ লাভ করিয়া অভিলষিত দেশে গমন করিলেন।

আয়োদ-ধৌম্যের উপমন্যু নামে আর একটি শিষ্য ছিল। একদা উপাধ্যায় তাঁহাকে কহিলেন, বৎস উপমন্যু! সতত সাবধানে আমার গোধন রক্ষা কর। এই বলিয়া তাঁহাকে গোচারণে প্রেরণ করিলেন। উপমন্যু তাঁহার অনুমতিক্রমে দিবাভাগে গোচারণ করিয়া সায়াহ্নে গুরুগৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিতেন। একদিন উপাধ্যায় তাঁহাকে স্থূলকায় দেখিয়া কহিলেন, বৎস উপমন্যু! তোমাকে ক্রমশঃ অতিশয় হৃষ্টপুষ্ট দেখিতেছি। এক্ষণে কিরূপ আহার করিয়া থাক? বল। তিনি উত্তর করিলেন, ভগবন্! আমি এক্ষণে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি। তাহা শ্রবণ করিয়া উপাধ্যায় কহিলেন, দেখ, আমাকে না জানাইয়া ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যজাত উপযোগ করা তোমার বিধেয় নহে। উপমন্যু তাহাই স্বীকার করিয়া ভিক্ষান্ন আহরণপূর্ব্বক গুরুকে প্রত্যর্পণ করিলেন। উপাধ্যায় সমস্ত ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিলেন। ভক্ষণার্থ তাঁহাকে কিছুই দিলেন না। অনন্তর উপমন্যু দিবাভাগে গো রক্ষা করিয়া সায়াহ্নে গুরুগৃহে আগমন ও তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নমস্কার করিলেন। উপাধ্যায়

তাঁহাকে অত্যন্ত পুষ্ট দেখিয়া কহিলেন. বৎস উপমন্যু! তোমার ভিক্ষান্ন সমুদায়ই গ্রহণ করিয়া থাকি, তথাপি তোমাকে অতিশয় স্থূলকায় দেখিতেছি; এখন কি আহার করিয়া থাক? বল। তিনি এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, ভগবন্! একবার ভিক্ষা করিয়া আপনাকে প্রদান করি, দ্বিতীয় বার কয়েক মুষ্টি তণ্ডুল আহরণ করিয়া আপনার উদরপূরণ করিয়া থাকি। উপাধ্যায় কহিলেন, দেখ, ইহা ভদ্রলোকের ধর্ম্ম ও সমুচিত কর্ম্ম নহে। ইহাতে অন্যের বৃত্তিরোধ হইতেছে, আর এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে তুমিও ক্রমশঃ লোভপরায়ণ হইবে। উপাধ্যায়কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া উপমন্যু পূর্ব্ববৎ গোচারণ ও সায়ংকালে গুরুগৃহে আগমন করিলে উপাধ্যায় তাঁহাকে কহিলেন, বৎস উপমন্যু! তুমি ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া যে ভিক্ষান্ন আহরণ কর, তাহা আমি সম্পূর্ণ লইয়া থাকি এবং প্রতিষেধ করিয়াছি বলিয়া তুমিও দ্বিতীয় বার ভিক্ষা কর না, তথাপি তোমাকে পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক স্থূলকায় দেখিতেছি, এক্ষণে কি আহার করিয়া থাক? বল। এইরূপ অভিহিত হইয়া উপমন্যু কহিলেন, ভগবন্! এক্ষণে ধেনুগণের দুগ্ধ পান করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছি। উপাধ্যায় কহিলেন, দেখ, আমি তোমাকে অনুমতি করি নাই, সুতরাং ধেনুর দুগ্ধ পান করা তোমার অত্যন্ত অন্যায় হইতেছে। গুরুবাক্য অঙ্গীকার করিয়া উপমন্যু পূর্ব্ববৎ গোচারণ ও গুরুগৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নমস্কার করিলেন। গুরু তাঁহাকে বিলক্ষণ স্থূল দেখিয়া কহিলেন, বৎস উপমন্যু। তুমি ভিক্ষান্ন গ্রহণ ও দ্বিতীয় বার

ভিক্ষার্থ পর্য্যটন কর না, এবং ধেনুর দুগ্ধপান করিতেও তোমাকে নিবারণ করিয়াছি, তথাপি তোমাকে অতিশয় স্থূলকলেবর দেখিতেছি, এক্ষণে কি আহার করিয়া থাক ? বল। উপমন্যু কহিলেন, বৎসগণ মাতৃস্তন্য পান করিয়া যে ফেন উদ্গার করে, আমি তাহা পান করি। উপাধ্যায় কহিলেন, অতি শান্তস্বভাব বৎসগণ তোমার প্রতি অনুকম্পা করিয়া অধিক পরিমাণে ফেন উদ্গার করিয়া থাকে, সুতরাং তুমি তাহাদিগের আহারের ব্যাঘাত করিতেছ। অতঃপর তোমার ফেন পান করাও বিধেয় নহে। এইরূপ আদিষ্ট হইয়া তিনি পূর্ব্ববৎ গো রক্ষা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে উপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রতিষিদ্ধ হইয়া তিনি আর ভিক্ষান্ন ভক্ষণ করিতেন না, দ্বিতীয় বার ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করিতেন না, ধেনুর দুগ্ধপান ও দুগ্ধের ফেনোপযোগেও বিরত হইলেন। একদা তিনি অরণ্যে গোচারণে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অর্কপত্র ভক্ষণ করিলেন। সেই সকল তিক্ত, কটু ও রূক্ষ অর্কপত্র উপযোগ করাতে চক্ষুদোষ জন্মিয়া অন্ধ হইলেন। অন্ধ হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক কূপে নিপতিত হইলেন।

অনন্তর ভগবান্ দিনমণি অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইলে উপাধ্যায় আয়োদ-ধৌম্য শিষ্যদিগকে কহিলেন দেখ, উপমন্যু এখনও আসিতেছে না। শিষ্যেরা কহিলেন, ভগবন্! উপমন্যুকে আপনি গোচারণের নিমিত্ত অরণ্যে প্রেরণ করিয়াছেন। উপাধ্যায় কহিলেন, দেখ, আমি উপমন্যুকে সর্ব্বপ্রকার আহার করিতে নিষেধ করিয়াছি, বোধ হয়, সে কুপিত হইয়াছে ; এই নিমিত্ত প্রত্যাগত হইতেছে না।

চল, আমরা তাহার অনুসন্ধান করি। এই বলিয়া শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে বন-গমনপূর্ব্বক, বৎস উপমন্যু কোথায় গিয়াছ এই বলিয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। উপমন্যু উপাধ্যায়ের স্বরসংযোগ শ্রবণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, আমি কূপে পতিত হইয়াছি। তাহা শ্রবণ করিয়া উপাধ্যায় কহিলেন, তুমি কিরূপে কূপে নিপতিত হইয়াছ? তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি অর্কপত্র-ভক্ষণে অন্ধ হইয়া কূপে পতিত হইয়াছি। উপাধ্যায় কহিলেন, তুমি দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারের স্তব কর। তাহা হইলে তোমার চক্ষুর্লাভ হইবে। উপমন্যু উপাধ্যায়ের উপদেশানুসারে বেদবাক্য দ্বারা অশ্বিনীকুমার দেবতাদ্বয়ের স্তব আরম্ভ করিলেন। অশ্বিনীকুমারযুগল উপমন্যুর স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তথায় আবির্ভূত হইলেন এবং কহিলেন, আমরা তোমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি, অতএব তোমাকে এক পিষ্টক দিতেছি ভক্ষণ কর। এইরূপ আদিষ্ট হইয়া তিনি কহিলেন, আপনাদিগের কথা অবহেলন করিবার যোগ্য নয়। কিন্তু আমি গুরুকে নিবেদন না করিয়া পূপ ভক্ষণ করিতে পারি না। তখন অশ্বিনীতনয়দ্বয় কহিলেন, পূর্ব্বে তোমার উপাধ্যায় আমাদিগকে স্তব করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া এক পিষ্টক দিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি গুরুর আদেশ না লইয়া তাহা উপযোগ করেন, অতএব তোমার উপাধ্যায় যেরূপ করিয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ কর। এইরূপ অভিহিত হইয়া উপমন্যু কহিলেন, আপনাদিগকে অনুনয় করিতেছি, আমি গুরুকে নিবেদন না করিয়া পূপ ভক্ষণ করিতে পারিব না।

অশ্বিনীকুমারদ্বয় কহিলেন, তোমার এই প্রকার অসাধারণ গুরুভক্তি দর্শনে আমরা অতিশয় প্রসন্ন হইলাম, তোমার উপাধ্যায়ের দন্ত সকল লৌহময়, তোমারও হিরণ্ময় হইবে এবং তুমি চক্ষুঃ ও শ্রেয়োলাভ করিবে। উপমন্যু অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বরদান প্রভাবে পূর্ব্ববৎ চক্ষুরত্ন লাভ করিয়া গুরু-সন্নিধানে গমন ও অভিবাদন করতঃ আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তিনি শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং কহিলেন, অশ্বিনীতনয়েরা যেরূপ কহিয়াছেন, তুমি সেইরূপ মঙ্গললাভ করিবে। সকল বেদ ও সকল ধর্ম্মশাস্ত্র সর্ব্বকাল তোমার স্মৃতিপথে থাকিবে। উপমন্যুর এই পরীক্ষা হইল।

আয়োদ-ধৌম্যের বেদ নামে অপর একটি শিষ্য ছিল। একদা উপাধ্যায় তাঁহাকে আদেশ করিলেন, বৎস বেদ! তুমি আমার গৃহে থাকিয়া কিছুকাল শুশ্রূষা কর, তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। বেদ ত্বদীয় বাক্য শিরোধারণপূর্ব্বক গুরু-শুশ্রূষায় রত হইয়া বহুকাল গুরুগৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। গুরু যখন যাহা নিয়োগ করিতেন, তিনি শীত, উত্তাপ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি অশেষ ক্লেশ গণনা না করিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে তৎক্ষণাৎ তাহা অনুষ্ঠান করিতেন, কখন কোন বিষয়ে অবহেলা করিতেন না। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে, উপাধ্যায় তাঁহার প্রতি অতি প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন। তখন বেদ, গুরুর প্রসাদে শ্রেয়ঃ ও সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিলেন। বেদের এই পরীক্ষা হইল।

অনন্তর বেদ উপাধ্যায়ের অনুমতিক্রমে গুরুকুল হইতে প্রত্যাগত হইয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। ঐ আশ্রমে অবস্থানকালে

তাঁহারও তিনটি শিষ্য হইল। বেদ শিষ্যদিগকে কোন কর্ম্মে নিয়োগ বা আত্মশুশ্রূষা করিতে আদেশ করিতেন না। কারণ গুরুকুলবাসের দুঃখ তাঁহার মনোমধ্যে সতত জাগরূক ছিল। এই নিমিত্ত তিনি শিষ্যগণকে ক্লেশ দিতে পরাঙ্মুখ হইলেন।

একদা তিনি যাজনকার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে প্রস্থান করিবার কালে উতঙ্ক নামক শিষ্যকে আদেশ করিলেন, বৎস! আমার অনবস্থানকালে মদীয় গৃহে যে কোন বিষয়ের অসদ্ভাব হইবে, তাহা তুমি তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন করিবে। উতঙ্ককে এইরূপ আদেশ দিয়া বেদ প্রবাসে গমন করিলেন। উতঙ্ক গুরুকুলে বাস করিয়া গুরুর অনুজ্ঞা পালন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পরে উপাধ্যায় প্রবাস হইতে গৃহে আগমন করিয়া উতঙ্কের সুচরিত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন, এবং তাঁহাকে কহিলেন, বৎস উতঙ্ক! তোমার কি প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করিব? বল। তুমি ধর্ম্মতঃ আমার শুশ্রূষা করিয়াছ, তাহাতে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব এক্ষণে তোমাকে অনুজ্ঞা করিতেছি, তোমার সকল মনোরথ সফল হউক; গমন কর। গুরু কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া উতঙ্ক কহিলেন, ভগবন্! আমি গুরুদক্ষিণা দিতে প্রার্থনা করি, কারণ এইরূপ শ্রুতি আছে যে, যিনি দক্ষিণা গ্রহণ না করিয়া শিক্ষাদান করেন ও যে ব্যক্তি দক্ষিণা না দিয়া অধ্যয়ন করে, তাহাদের মধ্যে একজন মৃত্যু বা বিদ্বেষ প্রাপ্ত হয়। অতএব অনুমতি করিলে আপনার ইচ্ছানুরূপ দক্ষিণা আহরণ করি। উপাধ্যায় কহিলেন, বৎস উতঙ্ক! অবসরক্রমে আদেশ

করিব। উতঙ্ক আর একদিন গুরুকে নিবেদন করিলেন, মহাশয় আজ্ঞা করুন, কিরূপ দক্ষিণা আপনার অভিমত, তাহা আহরণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। তাহা শুনিয়া উপাধ্যায় কহিলেন, বৎস উতঙ্ক! গুরুদক্ষিণা আহরণ করিব বলিয়া আমাকে বারংবার জিজ্ঞাসা করিয়া থাক, অতএব তোমার উপাধ্যায়ানীকে বল, তাঁহার যাহা অভিরুচি সেইরূপ গুরুদক্ষিণা আহরণ কর। উতঙ্ক উপাধ্যায়ের আদেশক্রমে গুরুপত্নী-সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, মাতঃ! গৃহে যাইতে উপাধ্যায় আমাকে অনুমতি করিয়াছেন, এক্ষণে আপনার অভিলষিত গুরুদক্ষিণা দিয়া ঋণ-মুক্ত হইতে বাসনা করি। বলুন, কি দক্ষিণা আপনার অভিপ্রেত। উপাধ্যায়ানী কহিলেন, বৎস! পৌষ্য রাজার ধর্ম্মপত্নী যে কুণ্ডলদ্বয় ধারণ করিয়া আছেন, তাহা আনয়ন করিয়া আমাকে প্রদান কর। আগামী চতুর্থ দিবসে এক ব্রত উপলক্ষে মহাসমারোহ হইবে, সেই দিন ঐ দুই কুণ্ডল ধারণ করিয়া নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদিগের পরিবেষণ করিব; অতএব তুমি সত্বর গমন কর, ইহা করিতে পারিলে তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে, অন্যথা মঙ্গল হওয়া সুকঠিন।

উতঙ্ক এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে অতি বৃহৎ এক বৃষ দেখিলেন। ঐ বৃষে বৃহৎকায় এক পুরুষ আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি উতঙ্ককে আহ্বান করিয়া কহিলেন, ওহে উতঙ্ক! তুমি এই বৃষের পুরীষ ভক্ষণ কর। উতঙ্ক তাহাতে অসম্মত হইলেন। তখন ঐ পুরুষ পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিলেন, উতঙ্ক! তুমি মনোমধ্যে কোন প্রকার

বিচার না করিয়া এই বৃষের পুরীষ ভক্ষণ কর, পূর্ব্বে তোমার উপাধ্যায় ইহার পুরীষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তখন উতঙ্ক ঐ কথায় স্বীকার করিয়া সেই বৃষের মূত্র ও পুরীষ ভক্ষণ করিলেন। অনন্তর সত্বর আচমন করিতে করিতে সসম্ভ্রমে প্রস্থান করিলেন এবং আসনাসীন পৌষ্যের সন্নিধানে গমন করিয়া আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পুরঃসর কহিলেন, মহারাজ! আমি অর্থিভাবে আপনার নিকট অভ্যাগত হইয়াছি। রাজা তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! এই কিঙ্কর আপনার কি উপকার করিবে? বলুন। উতঙ্ক কহিলেন, মহারাজ! আপনার মহিষী যে কুণ্ডলদ্বয় ধারণ করেন, গুরুদক্ষিণা প্রদান বাসনায় আপনার নিকট আমি তাহা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। পৌষ্য কহিলেন, মহাশয়! অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া আমার সহধর্ম্মিণীর নিকট উহা যাচ্ঞা করুন। উতঙ্ক তাঁহার আদেশানুসারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং রাজমহিষীকে দেখিতে পাইলেন। রাজমহিষী তাঁহার দর্শনমাত্র সত্বর উত্থিত হইয়া অভিবাদন করিলেন এবং স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, ভগবন্! এ কিঙ্করী আপনার কি করিবে? আজ্ঞা করুন। উতঙ্ক কহিলেন গুরুদক্ষিণা প্রদান করিবার নিমিত্ত তোমার নিকট কুণ্ডলদ্বয় ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি, আমাকে তাহা দান কর। রাজমহিষী তাঁহার তাদৃশ প্রার্থনায় প্রীতা ও প্রসন্না হইয়া সৎপাত্রবোধে তৎক্ষণাৎ কর্ণ হইতে উন্মোচন পূর্ব্বক কুণ্ডলদ্বয় তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং কহিলেন, নাগরাজ তক্ষক আগ্রহাতিশয়সহকারে ইহা প্রার্থনা করেন। অতএব সাবধান হইয়া লইয়া যাউন। উতঙ্ক কহিলেন,

তুমি কোনরূপ আশঙ্কা করিও না। নিশ্চয় কহিতেছি, তক্ষক আমার কিছুই করিতে পারিবে না।

উতঙ্ক ইহা কহিয়া সমুচিত সংবর্দ্ধনা পূর্ব্বক তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া পৌষ্যসকাশে গমন করিলেন এবং কহিলেন, মহারাজ! অভিলষিত ফললাভে আমি অতিশয় প্রীত হইয়াছি। এই বলিয়া তিনি কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

পথিমধ্যে দেখিলেন, এক ক্ষপণক আসিতেছে, কিন্তু সে মধ্যে মধ্যে অদৃশ্য হইতেছে। উতঙ্ক সেই সময়ে পৌষ্য-মহিষীদত্ত কুণ্ডল-দ্বয় ভূতলে রাখিয়া স্নান তর্পণাদির নিমিত্ত সরোবরে গমন করিলেন। ইত্যবসরে ক্ষপণক নিঃশব্দপদসঞ্চারে সত্বর তথায় আগমন ও কুণ্ডল-দ্বয় অপহরণ করিয়া পলায়ন করিল। উতঙ্ক স্নানাহ্নিক সমাপনানন্তর অতি পূতমনে দেবতা ও গুরুকে প্রণাম করিয়া প্রবলবেগে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তিনি সেই ক্ষপণকের সন্নিকৃষ্ট হইবামাত্র সে ক্ষপণকরূপ পরিহার পূর্ব্বক তক্ষকরূপ পরিগ্রহ করিল, এবং অকস্মাৎ ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ হইয়া তাঁহার সম্মুখে এক মহাগর্ত্ত সমুৎপন্ন হইল। তক্ষক সেই মহাগর্ত্ত দিয়া নাগলোকস্থ স্বীয় ভবনে গমন করিলেন। তখন উতঙ্ক পৌষ্য-মহিষীর কথা স্মরণ করিয়া প্রাণপণে তক্ষকের অনুসরণে যত্নবান্ হইলেন এবং প্রবেশদ্বার বিস্তার করিবার নিমিত্ত দণ্ডকাষ্ঠ দ্বারা খনন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে কষ্টভোগ করিতে দেখিয়া স্বীয় বজ্রাস্ত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বজ্র! তুমি যাইয়া এই ব্রাহ্মণের সাহায্য কর। বজ্র প্রভুর

আদেশক্রমে তদ্দণ্ডে দণ্ডকাষ্ঠে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া গর্ত্তদ্বার বিস্তীর্ণ করিল। উতঙ্ক তদ্দারা রসাতলে প্রবেশ করিলেন। তিনি এই রূপে নাগলোকে প্রবেশ করিয়া বহুবিধ প্রাসাদ ও হর্ম্ম্য, এবং নানাবিধ ক্রীড়া কৌতুকের রমণীয় স্থান অবলোকন করিলেন এবং নাগগণের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

উতঙ্ক সর্পদিগকে স্তব করিয়াও কুণ্ডলদ্বয় লাভ করিতে পারিলেন না, তখন অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। তিনি একজন পুরুষ ও মনোহর একটি অশ্ব নিরীক্ষণ করিলেন। এইরূপ অবলোকন করিয়া তিনি তাঁহাদিগকেও স্তব করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই পুরুষ উতঙ্ককে কহিলেন, তোমার এইরূপ স্তবে আমি অতিশয় প্রীত হইলাম, এক্ষণে কি উপকার করিব? বল। উতঙ্ক কহিলেন, ভগবন্! এই করুন, যেন সমস্ত নাগগণ আমার বশবর্ত্তী হয়। তখন সেই পুরুষ কহিলেন, ভাল, তুমি অশ্বের এই অপান দেশে ফুৎকার প্রদান কর। তদীয় বাক্যানুসারে উতঙ্ক অশ্বের অপানদেশে ফুৎকার প্রদান করিলে তাহার শরীর প্রধূমিত হইয়া উঠিল এবং ইন্দ্রিয়রন্ধ্র হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল নির্গত হইতে লাগিল। তদ্দারা নাগলোক সাতিশয় সন্তপ্ত হইলে পর, তক্ষক অগ্ন্যুৎপাত ভয়ে ভীত ও ব্যাকুলিত হইয়া কুণ্ডলদ্বয়ের সহিত স্বীয় বাসভবন হইতে সহসা. নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং উতঙ্ক সমীপে আসিয়া কহিলেন, আপনার এই কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ করুন। উতঙ্ক কুণ্ডল লইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, অদ্য ব্রতোপলক্ষে মহাসমারোহ হইবে, কিন্তু আমি অতি দূরে রহিলাম, অতএব

এক্ষণে কিরূপে উপাধ্যায়ানীর মনোরথ সম্পূর্ণ হইবে ? পরে সেই পুরুষ উতঙ্ককে চিন্তাকুল দেখিয়া কহিলেন, উতঙ্ক ! তুমি আমার এই অশ্বে আরোহণ কর, অনতিবিলম্বেই গুরুকুলে উপস্থিত হইতে পারিবে। উতঙ্ক তাঁহার আদেশানুসারে অশ্বে অধিরূঢ় হইয়া ক্ষণকাল মধ্যে গুরুগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তৎকালে তাঁহার উপাধ্যায়ানী স্নান পূজাদি সমাপনানন্তর কেশ-বিন্যাস করিতেছিলেন, তিনি উতঙ্কের বিলম্ব দেখিয়া অভিসম্পাত করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমত সময়ে উতঙ্ক গুরুগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক উপাধ্যায়ানীকে অভিবাদন করিয়া কুণ্ডল দিলেন। তিনি তাহা গ্রহণ করিয়া কহিলেন, বৎস উতঙ্ক ! ভাল আছ ত ? বৎস ! তুমি ভাল সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। আমি এখনই অকারণে তোমাকে শাপ দিতাম, ভাগ্যে দিই নাই। এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরকাল কুশলে থাক।

অনন্তর উতঙ্ক গুরুপত্নী-সন্নিধানে বিদায় গ্রহণ করিয়া উপাধ্যায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলেন। উপাধ্যায় তাঁহাকে প্রত্যাগত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস ! ভাল আছ ত ? এত বিলম্ব হইল কেন ? উতঙ্ক প্রত্যুত্তর করিলেন, ভগবন্ ! নাগরাজ তক্ষক কুণ্ডলাহরণবিষয়ে অতিশয় বিঘ্ন করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত আমি নাগলোকে গমন করিয়াছিলাম।

উতঙ্ক উপাধ্যায়ের অনুজ্ঞালাভানন্তর তক্ষকের প্রতি জাতক্রোধ হইয়া তাহার প্রতীকার-সঙ্কল্পে হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন এবং

অনতিকালবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়া রাজা জনমেজয়ের সহিত সমাগত হইলেন। তৎকালে মহারাজ জনমেজয় অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া বসিয়াছিলেন। উতঙ্ক অবসর বুঝিয়া রাজা জনমেজয়কে যথাবিধি আশীর্ব্বাদ বিধানপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! প্রকৃত কার্য্যে অনাস্থা করিয়া বালকের ন্যায় সামান্য কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন।

জনমেজয় তাঁহাকে যথোচিত সৎকার করিয়া কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! আমি সুতনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছি, এক্ষণে আপনি কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন আজ্ঞা করুন। উতঙ্ক কহিলেন, মহারাজ! আমি যে কার্য্যের নিমিত্ত আগমন করিয়াছি, উহা আপনারই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। দুরাত্মা তক্ষক আপনার পিতার প্রাণ হিংসা করিয়াছিল, এক্ষণে তাহার প্রতিবিধান করুন। ঐ অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানকাল উপস্থিত হইয়াছে; অতএব হে মহারাজ! আপনার পিতৃবৈরী তক্ষককে সমুচিত প্রতিফল প্রদান করুন। সেই দুরাত্মা বিনাদোষে আপনার পিতাকে দংশন করিয়াছিল, তাহাতেই তিনি বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন। বলদৃপ্ত পন্নগাধম তক্ষক বিনা অপরাধে আপনার পিতার প্রাণসংহার করিয়া কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখুন। কাশ্যপ বিষচিকিৎসা দ্বারা রাজর্ষি-বংশরক্ষক দেবতানুভব মহারাজ পরীক্ষিতের প্রাণরক্ষা করিতে আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে পাপাধম তক্ষক পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করে, অতএব মহারাজ!

অবিলম্বে সর্পসত্রের অনুষ্ঠান করিয়া ঐ পাপাত্মাকে প্রদীপ্ত হুতাশনে আহুতি প্রদান করুন। তাহা হইলে আপনার পিতার বৈরনির্য্যাতন এবং আমারও অভীষ্ট সাধন হইবে সন্দেহ নাই। মহারাজ! আমি গুরুদক্ষিণা আহরণ করিতে গিয়াছিলাম, ঐ পাপিষ্ঠ পথিমধ্যে আমার যথেষ্ট বিঘ্ন অনুষ্ঠান করিয়াছিল।

রাজা জনমেজয় তাহা শ্রবণ করিয়া তক্ষকের প্রতি অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইলেন। যেমন ঘৃত-সংযোগে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া ;, উতঙ্কের বাক্যে রাজার রোষানলও সেইরূপ উদ্দীপ্ত হইয়া তখন রাজা জনমেজয় অতিশয় দুঃখিত হইয়া উতঙ্ক সমক্ষে পিতার স্বর্গপ্রাপ্তির নিমিত্ত স্বীয় অমাত্যবর্গকে বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং উতঙ্কমুখে পিতৃবধ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অবধি শোকে ও দুঃখে নিতান্ত আক্রান্ত ও একান্ত অভিভূত হইলেন।

কদলীকুঞ্জে সাগরিকা

মহারাজ উদয়ন বসন্তককে সঙ্গে লইয়া মকরন্দোদ্যানে আগমন করিলেন। বসন্ত-সমাগমে উদ্যানের বড়ই রমণীয় শোভা হইয়াছে। ঊর্দ্ধে মধুগন্ধ আম্রমঞ্জরীর চন্দ্রাতপ, নিম্নে মধুমত্ত মধুব্রতের সুললিত ঝঙ্কার ও মধ্যে মধ্যে চিত্তোন্মাদক কোকিল-কাকলী। বৃক্ষরাজি প্রবাল-কান্তি তরুণ পল্লবে পরিপূর্ণ, বকুলত[illegible] অবিচ্ছিন্ন

কুসুমাস্তরণ। চম্পক পুষ্পের তীব্র মধুর গন্ধে মত্ত হইয়া বায়ু বহিয়া যাইতেছে, এবং পুষ্পভূষণা মাধবীলতা সহকার-বৃক্ষে আশ্রয় লইয়াছে।

সাগরিকা প্রিয়সঙ্গিনী সুসঙ্গতার কাছে মহিষী বাসবদত্তার শারিকাটিকে রাখিয়া আসিয়াছিল বলিয়া স্বচ্ছন্দমনে একটা সিন্ধুবার বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া দেখিল মহিষী দেহধারী অনঙ্গদেবের পূজা করিতেছেন। এই দেহধারী অনঙ্গ রাজা উদয়ন ব্যতীত আর কেহই নহেন।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। বৈতালিকগণ রাজার স্তুতি পাঠ করিতেছে। শুনিয়া বয়স্য বসন্তক বলিল, "মহারাজ, ঐ শুনুন, বৈতালিকগণ স্তুতি পাঠ করিতেছে—সন্ধ্যার আর বিলম্ব নাই, এখন গৃহ-গমনের সময় হইয়াছে।"

সাগরিকা বসন্তকের নিবেদন শুনিয়া বুঝিল মহিষী যে শরীর-ধারী কন্দর্পের পূজা করিলেন, তিনি কন্দর্প নহেন, মহারাজ উদয়ন। ইহাতে তাহার অতীত জীবন তাহার সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল। উদয়নের হস্তে অর্পণ করিবার জন্যই ত পিতা বিক্রমবাহু সিংহল হইতে তাহাকে কোশাম্বীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে রত্নাবলী আজ সাগরিকা এবং রাজরাণী না হইয়া রাজরাণীর পরিচারিকা।

* * * * * *

রাজা উদয়নকে দেখা অবধি সাগরিকার হৃদয়ে আর শান্তি নাই। যে মূর্ত্তি স্বপ্নের মত তাহাকে দেখা দিয়াছিল সুখের

মত অনুভব করিতে না করিতেই তাহা বিদ্যুতের মত চলিয়া গিয়াছে।

কদলীকুঞ্জের এক নিভৃত প্রদেশে সাগরিকা একটি চিত্র আঁকিতেছিল—সম্মুখে চিত্রফলক, পার্শ্বে বর্ণপাত্র ও তুলিকাগুচ্ছ। যাঁহাকে সাগরিকা একবার মাত্র দেখিয়াছে, আজ সেই বৎসরাজ উদয়নের চিত্র আঁকিতে সে বসিয়া গিয়াছে!

সঙ্গিনী সুসঙ্গতা একটি পিঞ্জরবদ্ধ শারিকা হাতে লইয়া কদলীকুঞ্জের দিকে অগ্রসর হইল এবং পশ্চাৎ হইতে দেখিল সাগরিকা রাজা উদয়নের চিত্র আঁকিতেছে। তখন সাগরিকার হৃদয়ে নানা কথা জাগিয়া উঠিতেছে, নানা ভাবে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ! থাকিয়া থাকিয়া চক্ষু জলে ভরিয়া আসিতেছে, মাঝে মাঝে চিত্রফলকেও দুই একটি অশ্রুকণা ঝরিয়া পড়িতেছে। একবার সাগরিকা চক্ষু তুলিয়া অশ্রুমার্জ্জন করিবে এমন সময় হঠাৎ সুসঙ্গতাকে দেখিতে পাইয়া উত্তরীয় দ্বারা চিত্রফলকটি ঢাকিয়া বলিল, "সখী সুসঙ্গতা, এস, বস।"

সুসঙ্গতা সাগরিকার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া বলিল, "সখি, দেখি তুমি কাহার চিত্র আঁকিয়াছ?"

সাগরিকা চিত্রটি দেখাইতে চাহিল না, কিন্তু সুসঙ্গতা চিত্র-ফলকটি বলপূর্ব্বক উত্তরীয়ের অন্তরাল হইতে বাহির করিয়া বলিল, "বাঃ, এ যে একটি সুদর্শন রাজার চিত্র দেখিতেছি! সাগরিকা, ইনি কে?"

সাগরিকা লজ্জা-জড়িত কণ্ঠে উত্তর করিল, "সখি, উৎসবের বেশে সজ্জিত ভগবান্ অনঙ্গদেবের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছি!"

"চিত্রটি বড় সুন্দর হইয়াছে—কিন্তু একটু সামান্য দোষ হইয়াছে। আমি এমন সুন্দর চিত্রখানি অঙ্গহীন থাকিতে দিব না।" বলিয়া সুসঙ্গতা বৎসরাজ উদয়নের পার্শ্বে সাগরিকার চিত্রটি আঁকিয়া দিল। পরে বলিল, "সখি, তুমি ভগবান্ অনঙ্গদেবের চিত্রটি আঁকিয়াছিলে—আমি তাঁহার পার্শ্বে রতিদেবীর চিত্রটি আঁকিয়া দিলাম—এই দেখ রতিদেবীর চিত্রটি কন্দর্পদেবের পার্শ্বে কেমন সুন্দর মানাইয়াছে!"

সাগরিকা কুপিতা হইয়া বলিল, "সুসঙ্গতা, এ তোমার বড় অন্যায়। তুমি এখানে কেন আমার চিত্র আঁকিলে?"

"কেন আঁকিলাম? তুমি যেমন কন্দর্পদেবের চিত্র আঁকিয়াছিলে আমিও তেমনি রতিদেবীর চিত্র আঁকিলাম। ইহাতে কি আমার অপরাধ হইয়াছে?"

"অন্য কেহ এই চিত্র দেখিলে কি মনে করিবে বল ত?"

তখন অদূরে এক কোলাহল শ্রুত হইল। একটা বানর কণ্ঠ-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া কদলীকুঞ্জের দিকে আসিতেছিল। পথে বানরের ভয়ে অঙ্গনাগণ পথ ছাড়িয়া পলাইতেছিল। অশ্বপাল বানরটাকে তাড়া করিয়া ইহার পিছনে পিছনে ছুটিতেছিল। তখন সাগরিকা ও সুসঙ্গতা পত্রবহুল একটা তমাল-শাখার অন্তরালে আশ্রয় লইল, কিন্তু অনবধানতাবশতঃ চিত্রফলকখানি সঙ্গে লইতে ভুলিয়া গেল। ইত্যবসরে বানর কদলীকুঞ্জে প্রবেশ করিয়া শারিকাটিকে পিঞ্জরমুক্ত করিয়া দিল। শারিকাটি উড়িয়া গিয়া একটা বকুল গাছের ডালে বসিল।

এদিকে মহারাজ উদয়নও বসন্তককে সঙ্গে লইয়া বকুল-গাছের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি বকুল গাছে মনুষ্যের কণ্ঠস্বর শুনিয়া দাঁড়াইলেন, দেখিলেন একটি শারিকা বকুল গাছে বসিয়া কথা বলিতেছে। শারিকাটি বলিতেছে, "সখি, তুমি আমাকে এখানে কেন আঁকিলে?" বাস্তবিক এই শারিকাটি পিঞ্জরে থাকিয়া সাগরিকাকে যাহা বলিতে শুনিয়াছিল এখন তাহারই পুনরাবৃত্তি করিতেছিল। এই কথা বলিয়াই শারিকাটি আবার কদলীকুঞ্জের দিকে উড়িয়া গেল। রাজা উদয়ন বসন্তকের সঙ্গে শারিকাটির অনুগমন করিলেন। কদলীকুঞ্জে আসিয়া বসন্তক রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মহারাজ, শারিকাটি ত এখানে নাই। এই শিলাখণ্ড কদলীপত্রের বীজনে সুশীতল হইয়াছে। আসুন এই শিলাতলে বসিয়াই, ক্লান্তি দূর করিব।" রাজা সম্মত হইলেন। বসন্তক উপবেশন করিয়া দেখিল পার্শ্বে একটা পিঞ্জর। দেখিয়া বলিল, "মহারাজ, দুষ্ট বানর পিঞ্জরের দ্বার খুলিয়া দিয়াছে, আর এই পিঞ্জর হইতেই শারিকাটি পলাইয়া গিয়াছে।" এই বলিয়া বসন্তক এদিক-ওদিক খুঁজিতে লাগিল। একটু পরে বসন্তক হঠাৎ নৃত্য করিতে করিতে উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "পাইয়াছি! পাইয়াছি!" মহারাজ ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি পাইয়াছ, বসন্তক?"

"এই দেখুন মহারাজ", বলিয়া বসন্তক সাগরিকার অঙ্কিত চিত্র-ফলকটি রাজার সম্মুখে ধরিল।"

অপরিচিতের দয়া

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রাধারাণী নামে এক বালিকা মাহেশে রথ দেখিতে গিয়াছিল। বালিকার বয়স একাদশ পরিপূর্ণ হয় নাই। তাহাদিগের অবস্থা পূর্ব্বে ভাল ছিল—বড়মানুষের মেয়ে। কিন্তু তাহার পিতা নাই। তাহার মাতার সঙ্গে একজন জ্ঞাতির একটি মোকদ্দমা হয়, সর্ব্বস্ব লইয়া মোকদ্দমা; মোকদ্দমাটি বিধবা হাইকোর্টে হারিল। সে হারিবামাত্র, ডিক্রীদার জ্ঞাতি ডিক্রী জারি করিয়া ভদ্রাসন হইতে উহাদিগকে বাহির করিয়া দিল। প্রায় দশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি; ডিক্রীদার সকলই লইল। খরচ ও ওয়াশিলাত দিতে নগদ যাহা ছিল, তাহাও গেল; রাধারাণীর মাতা অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া প্রিভি কৌন্সিলে একটি আপীল করিল। কিন্তু আর আহারের সংস্থান রহিল না। বিধবা একটি কুটীরে আশ্রয় লইয়া কোন প্রকারে শারীরিক পরিশ্রম করিয়া দিনপাত করিতে লাগিল। রাধারাণীর বিবাহ দিতে পারিল না।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রথের পূর্ব্বে রাধারাণীর মা ঘোরতর পীড়িত হইল—যে কায়িক পরিশ্রমে দিনপাত হইত, তাহা বন্ধ হইল। সুতরাং আর আহার চলে না। মাতা রুগ্না, এজন্য কাজেকাজেই তাহার উপবাস। রাধারাণীর জুটিল না বলিয়া উপবাস। রথের দিন রাধারাণীর মা একটু সুস্থ হইল, পথ্যের প্রয়োজন হইল; কিন্তু পথ্য কোথা? কি দিবে?

রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে কতকগুলি বনফুল তুলিয়া তাহার

মালা গাঁথিল। মনে করিল যে, এই মালা রথের হাটে বিক্রয় করিয়া দুই একটি পয়সা পাইব, তাহাতেই মার পথ্য হইবে।

কিন্তু রথের টান অর্দ্ধেক হইতে না হইতেই বড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বৃষ্টি দেখিয়া লোকসকল ভাঙ্গিয়া গেল। মালা কেহ কিনিল না। রাধারাণী মনে করিল যে, আমি একটু না হয় ভিজিলাম—বৃষ্টি থামিলেই আবার লোক জমিবে। কিন্তু বৃষ্টি আর থামিল না। লোক আর জমিল না। সন্ধ্যা হইল—রাত্রি হইল—বড় অন্ধকার হইল—অগত্যা রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিল।

অন্ধকার—পথ কর্দ্দমময়,—পিচ্ছিল—কিছু দেখা যায় না। তাহাতে মুষলধারে শ্রাবণের ধারা বর্ষিতেছিল। মাতার অন্নাভাব মনে করিয়া রাধারাণীর চক্ষু বারিবর্ষণ করিতেছিল। রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিতেছিল, আবার কাঁদিতে কাঁদিতে আছাড় খাইতেছিল। দুই গণ্ডবিলম্বী ঘন কৃষ্ণ অলকাবলী বহিয়া, কবরী বহিয়া, বৃষ্টির জল পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। তথাপি রাধারাণী সেই এক পয়সার বনফুলের মালা বুকে করিয়া রাখিয়াছিল—ফেলে নাই।

এমন অন্ধকারে অকস্মাৎ কে আসিয়া রাধারাণীর ঘাড়ের উপর পড়িল। রাধারাণী এতক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কাঁদে নাই—এক্ষণে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিল।

যে ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, সে বলিল, "কে গা তুমি কাঁদ ?"

পুরুষ মানুষের গলা—কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনিয়া রাধারাণীর রোদন বন্ধ হইল। রাধারাণীর চেনা লোক নহে—কিন্তু বড় দয়ালু লোকের কথা—রাধারাণীর ক্ষুদ্রবুদ্ধিটুকুতে ইহা বুঝিতে পারিল। রাধারাণী রোদন বন্ধ করিয়া বলিল, "আমি দুঃখী লোকের মেয়ে। আমার কেহ নাই—কেবল, মা আছে।"

সে পুরুষ বলিল, "তুমি কোথায় গিয়াছিলে?"

রাধা। আমি রথ দেখিতে গিয়াছিলাম। বাড়ী যাইব। অন্ধকারে বৃষ্টিতে পথ পাইতেছি না।

পুরুষ বলিল, "তোমার বাড়ী কোথায়?"

রাধারাণী বলিল, "শ্রীরামপুর।"

সে ব্যক্তি বলিল, "আমার সঙ্গে আইস" আমিও শ্রীরামপুর যাইব। চল, কোন্ পাড়ায় তোমার বাড়ী—তাহা আমাকে বলিয়া দাও—আমি তোমাকে বাড়ী দিয়া আসিতেছি। বড় পিছল, তুমি আমার হাত ধর, নহিলে পড়িয়া যাইবে।"

এইরূপে সে ব্যক্তি রাধারাণীকে লইয়া চলিল। অন্ধকারে সে রাধারাণীর বয়স অনুমান করিতে পারে নাই, কিন্তু কথার স্বরে বুঝিয়াছিল যে, রাধারাণী বড় বালিকা। এখন রাধারাণী তাহার হাত ধরায় হস্তস্পর্শে জানিল, রাধারাণী বড় বালিকা। তখন সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বয়স কত?"

রাধা। দশ এগার বছর।

"হাঁ রাধারাণি! তুমি ছেলেমানুষ, একলা রথ দেখিতে গিয়াছিলে কেন?"

তখন সে কথায় কথায় মিষ্ট মিষ্ট কথাগুলি বলিয়া, সেই এক পয়সার বনফুলের মালার সকল কথাই বাহির করিয়া লইল। শুনিল যে, মাতার পথ্যের জন্য বালিকা এই মালা গাঁথিয়া রথহাটে বেচিতে গিয়াছিল—রথ দেখিতে যায় নাই—সে মালাও বিক্রয় হয় নাই—এক্ষণেও বালিকার হৃদয়মধ্যে লুক্কায়িত আছে। তখন সে বলিল, "আমি একছড়া মালা খুঁজিতেছিলাম, আমাদের বাড়ী ঠাকুর আছেন, তাঁহাকে পরাইব। রথের হাট শীঘ্র ভাঙ্গিয়া গেল—আমি তাই মালা কিনিতে পারি নাই। তুমি মালা বেচ ত আমি কিনি।"

রাধারাণীর আনন্দ হইল, কিন্তু ভাবিল যে, আমাকে যে এত যত্ন করিয়া হাত ধরিয়া, এ অন্ধকারে বাড়ী লইয়া যাইতেছে, তাহার কাছে দাম লইব কি প্রকারে? তা নহিলে আমার মা খেতে পাবে না। তা নিই।

এই ভাবিয়া রাধারাণী সমভিব্যাহারীকে মালা দিল। সেই ব্যক্তি বলিল, "ইহার দাম চারি পয়সা—এই লও।" সমভি-ব্যাহারী এই বলিয়া মূল্য দিল। রাধারাণী বলিল, "এ কি পয়সা? এ যে বড় বড় ঠেক্‌চে।"

"ডবল পয়সা—দেখিতেছ না, দুইটা বই দিই নাই।"

রাধা। তা এ যে অন্ধকারেও চকচক্ কচ্চে, তুমি ভুলে টাকা দাও নাই ত?

"না। নূতন কলের পয়সা, তাই চক্ চক্ করচে।"

রাধা। তা আচ্ছা, ঘরে গিয়ে, প্রদীপ জ্বেলে [illegible] দেখি যে

পয়সা নয়, তখন ফিরাইয়া দিব তোমাকে সেখানে একটু দাঁড়াইতে হইবে।"

কিছু পরে তাহারা রাধারাণীর কুটীরদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়া রাধারাণী বলিল, "তুমি ঘরে আসিয়া দাঁড়াও, আমরা আলো জ্বালিয়া দেখি, টাকা কি পয়সা।"

সঙ্গী বলিল, "আমি বাহিরে দাঁড়াইয়া আছি, তুমি ভিজা কাপড় ছাড়—তার পর প্রদীপ জ্বালিও।"

রাধারাণী বলিল, "আমার আর কাপড় নাই, একখানি ছিল, তাহা কাচিতে দিয়াছি। তা, আমি ভিজা কাপড়ে সর্ব্বদা থাকি, আমার ব্যামো হয় না। আঁচলটা নিংড়ে পরিব এখন। তুমি দাঁড়াও, আলো জ্বালি।"

"আচ্ছা।"

ঘরে তৈল ছিল না, সুতরাং চালের খড় পাড়িয়া চকমকি ঠুকিয়া আগুন জ্বালিতে হইল। আগুন জ্বালিতে কাজে কাজেই একটু বিলম্ব হইল। আলো জ্বালিয়া রাধারাণী দেখিল, টাকা বটে, পয়সা নহে।

তখন রাধারাণী বাহিরে আসিয়া আলো ধরিয়া তল্লাস করিয়া দেখিল যে, যে টাকা দিয়াছে, সে নাই, চলিয়া গিয়াছে।

রাধারাণী তখন বিষণ্ণ-বদনে সকল কথা তাহার মাকে বলিয়া মুখপানে চাহিয়া রহিল—সকাতরে বলিল,—"মা, এখন কি হবে?"

মা বলিল, "কি হবে বাছা। সে কি আর না জেনে টাকা

দিয়াছে ? সে দাতা, আমাদের দুঃখ শুনিয়া দান করিয়াছে—আমরাও ভিখারী হইয়াছি, দান গ্রহণ করিয়া খরচ করি।"

তাহারা এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, এমত সময়ে কে আসিয়া তাহাদের কুটীরের আগড় ঠেলিয়া বড় সোরগোল উপস্থিত করিল। রাধারাণী দ্বার খুলিয়া দিল, মনে করিয়াছিল যে, সেই তিনিই বুঝি আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন। পোড়া কপাল। তিনি কেন ? পোড়ারমুখো কাপুড়ে মিনষে।

রাধারাণীর মার কুটীর বাজারের অনতিদূরে। তাহাদের কুটীরের নিকটেই পদ্মলোচন শাহার কাপড়ের দোকান। পদ্মলোচন, খোদ পোড়ারমুখো কাপুড়ে মিনষে—একজোড়া নূতন বুটাদার শান্তিপুরে কাপড় হাতে করিয়া আনিয়াছিল, এখন দ্বার খোলা পাইয়া তাহা রাধারাণীকে দিল, বলিল, "রাধারাণীর এই কাপড়।"

রাধারাণী বলিল, "ও মা, আমার কিসের কাপড় ?"

পদ্মলোচন—সে বাস্তবিক পোড়ারমুখো কি না, তাহা আমরা সবিশেষ জানি না—রাধারাণীর কথা শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল, বলিল "কেন, এই যে এক বাবু এখনই আমাকে নগদ দাম দিয়া বলিয়া গেল যে, এই কাপড় এখনই ঐ রাধারাণীকে দিয়া এস !"

রাধারাণী তখন বলিল, "ও মা, সেই গো! সেই তিনিই কাপড় কিনে পাঠিয়ে দিয়েছেন। হ্যাঁগা পদ্মলোচন—"

রাধারাণীর পিতার সময় হইতে পদ্মলোচন ইহাদের কাছে সুপরিচিত—অনেকবারই ইহাদিগের নিকট যখন সুদিন ছিল,

তখন চারি টাকার কাপড় শপথ করিয়া আট টাকা সাড়ে বার আনা, আর দুই আনা মুনফা লইতেন।

"হাঁ পদ্মলোচন—বলি, সে বাবুটিকে চেন?"

পদ্মলোচন বলিল, "তোমরা চেন না?"

রাধা। না।

পদ্ম। আমি বলি, তোমাদের কুটুম্ব!

যাহাহউক, পদ্মলোচন চারি টাকার কাপড় আবার মায় মুনফা আট টাকা সাড়ে চৌদ্দ আনায় বিক্রয় করিয়াছেন, আর অধিক কথা কহিবার প্রয়োজন নাই বিবেচনা করিয়া প্রসন্ন-মনে দোকানে ফিরিয়া গেলেন।

এ দিকে রাধারাণী প্রাপ্ত টাকা ভাঙ্গাইয়া মার পথ্যের উদ্যোগের জন্য বাজারে গেল। বাজার করিয়া তেল আনিয়া প্রদীপ জ্বালিল। মার জন্য যৎকিঞ্চিৎ রন্ধন করিল। স্থান পরিষ্কার করিয়া, মাকে অন্ন দিবে, এই অভিপ্রায়ে ঘর ঝাঁটাইতে একখানা কাগজ কুড়াইয়া পাইল। হাতে করিয়া তুলিল, "এ কি মা!"

মা দেখিয়া বলিলেন,—"একখানা নোট।"

রাধারাণী বলিল, "তবে তিনি ফেলিয়া গিয়াছেন।"

মা বলিলেন, "হাঁ! তোমাকে দিয়া গিয়াছেন। দেখ, তোমার নাম লেখা আছে।"

রাধারাণী বড়ঘরের মেয়ে, একটু অক্ষর পরিচয় ছিল। সে পড়িয়া দেখিল, তাই বটে। লেখা আছে।

রাধারাণী বলিল, "হাঁ মা, এমন লোক কে মা?"

মা বলিলেন, "তাঁহার নামও নোটে লেখা আছে। পাছে কেহ চোরা নোট বলে, এই জন্য নাম লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম রুক্মিণীকুমার রায়।"

পরদিন মাতায় কন্যায় রুক্মিণীকুমার রায়ের অনেক সন্ধান করিল। কিন্তু শ্রীরামপুরে বা নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে রুক্মিণী-কুমার রায় কেহ আছে, এমত কোন সন্ধান পাইল না। নোট-খানি তাহারা ভাঙ্গাইল না—তুলিয়া রাখিল—তাহারা দরিদ্র, কিন্তু লোভী নহে।

মন্দাকিনী

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী

সুরমা ঘর হইতে ডাকিল, "উমা খেতে আয়।"

উমা বলিল, "যাচ্ছি।"

সুরমা কথায় জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, "যাচ্চি না, এখনি আয়, জল আন্ দেখি।" উমা আজ্ঞা পালন করিল।

আহারাদির পর উভয়ে বারান্দায় আসিয়া বসিল। রামায়ণ হাতে লইয়া সুরমা বলিল, "আজ সীতার বনবাস। শোন দেখি কি সুন্দর! কত দুঃখের!" সরল ছন্দে সুরমা পড়িয়া যাইতে লাগিল, আর উমা একাগ্রচিত্তে শুনিতে লাগিল। যখন রামের অব্যক্ত গভীর খেদে এবং সীতার দুঃখে তাহার কোমল হৃদয় ফুলিয়া

ফুলিয়া উঠিতেছিল, তখন ঝি আসিয়া খবর দিল, "গাড়ী করে একটি ছেলে আর মেয়ে বেড়াতে এসেছে।"

"কে এল ?" বলিয়া সুরমা পুস্তক বন্ধ করিল। উমা সাগ্রহে বলিল, "তা হোক মা, তুমি পড়।"

"দূর ক্ষেপি, তা কি হয় ? কে এসেছে দেখ্ দেখি।"

"ঐ যে তারা আসছে", বলিয়া উমা বিস্মিতভাবে চাহিয়া রহিল। সুরমা দেখিল একজন দাসীর ক্রোড়ে অতুল আর সঙ্গে একটি কিশোরী বালিকা। সুরমা অনুভবে তাহাকে চিনিল, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "এসো মা।" দুই হস্ত বিস্তার করিতেই অতুল ক্রোড়ে আসিয়া স্কন্ধে মুখ লুকাইয়া নীরবে রহিল। সুরমা ধীরে ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। একটু পরে মেয়েটির পানে ফিরিয়া বলিল, "তোমার নাম বুঝি মন্দাকিনী ?" বালিকা নীরবে তাহাকে প্রণাম করিয়া নতমুখে রহিল। অতুল মাতার ভ্রম সংশোধনের চেষ্টায় বলিল, "ও দিদি।" সুরমা হাসিয়া বলিল, "আর একে দেখ দেখি ?" বালক সবিস্ময়ে উমার পানে চাহিল, তারপর "দিদি" বলিয়া ব্যগ্রবাহু বিস্তার করিল। উমা অতুলকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার পশ্চাতে মুখ লুকাইল। কি জানি কেন তাহার কান্না আসিতেছিল। সুরমা বলিল, "যা ওকে বাঁদর দেখিয়ে আন্ গে।" উমাও তাহাই চায়, অতুলের মৃদু আপত্তিকে কয়েকটা প্রলোভনে ভুলাইয়া তাহাকে লইয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। সুরমা হাত ধরিয়া বালিকাকে নিকটে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার পিসীমা কি কচ্চেন ?"

বালিকা মৃদুকণ্ঠে বলিল, "বসে আছেন।" আমাদের আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য পাঠিয়ে দিলেন, বল্লেন, আপনাকে আজই যেতে হবে।"

বালিকার ধীরকণ্ঠে প্রীত হইয়া সুরমা বলিল, "আমিও তোমার পিসীমা হই, তা জান?"

"জানি।"

"কিসে জানলে?"

"পিসীমা বলে দিয়েছেন।"

"তুমি এর আগে কখনও পিসীমাকে দেখেছিলে?"

"না, কোথায় দেখবো?"

সুরমা এসব জানিত, কিন্তু বালিকার সঙ্গে কি কথা বলিয়া আলাপ করিবে, তাই এসব কথা পাড়িতেছিল। "তোমার বাবা ওখানে থাকতেন, বেশ ভাল লোক ছিলেন, আমরা তাঁকে অনেক দিন দেখেছি।"

বালিকা নীরবে রহিল।

"তোমার বাবা তোমাকে খুব ভালবাসতেন?"

"বাসতেন।"

"তাঁকে কতদিন দেখেছ?"

"খুব ছোট বেলায়, আর যখন ব্যারাম হয়ে নিয়ে গেলেন।"

"তিনি কি আগে কখনো তোমাদের খোঁজ নিতেন না?

"না।"

"তবে কিসে ভালবাসতেন বুঝলে?"

"আমার ভাবনা ভাবতে ভাবতেই তিনি গিয়েছেন। আমায় খুব ভালবাসতেন।"

"তুমি কার কাছে মানুষ হয়েছিলে ?"

"দিদিমার কাছে—তিনি মারা গেলে মামাদের কাছে।"

"বাপ মারা গেলে আর মামারা রাখলেন না ?"

"না।"

"কেন ?"

বালিকা মস্তক নত করিল। সুরমা তাহার নিকটে আর একটু সরিয়া বসিয়া তাহার হস্ত নিজের হস্তের মধ্যে লইয়া বলিল, "কষ্ট পাও ত বলে কাজ নেই। আমায় তুমি চেন না, আমিও তোমার পিসীমা।"

বালিকা নতমস্তকে বলিল, "মামারা বলেন, 'বিয়ের যুগ্যি এত বড় মেয়ে আমরা ঘরে রাখতে পারবো না।' আরও সব কি কি বলতেন।"

"যতদিন তাদের ওখানে ছিলে, খুব কষ্ট পেতে বোধ হয় ?"

"কষ্ট আর কি ? আমি সব কাজই করতে পারতাম, কেবল বাবার খবর পেতাম না বলেই যা কষ্ট ছিল।"

"কি কি কাজ কর্ত্তে হত ?"

"সেখানে কত লোকে সে সব কাজ করে—ধান ভানা, বাসন মাজা, ঘর নিকোনো এসব।"

"কষ্ট হত না ?"

"এখন ত কষ্ট নেই ?"

"না, সেখানে কখন না কখন বাবা ফিরে আসবেন বলে একটা আশা ছিল, কিন্তু এখানে আসার আগেই সে আশাও শেষ হয়ে গিয়েছে।"

সুরমা এক ফোঁটা চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, "সে জন্য দুঃখ করো না, তিনি স্বর্গে গিয়াছেন।"

"দুঃখ ত করি না, অসুখে বড় কষ্ট পেয়েছিলেন—স্বর্গে তিনি সুখে থাকুন।"

"তোমায় তোমার পিসীমা পিসেমশাই কেমন ভালবাসেন ?"

"খুব দয়া করেন। পিসে মশাইও ভালবাসেন।"

"কে বেশী বোধ হয় ?"

"দুজনেই সমান।"

"অতুল তোমার অনুগত, না ?"

"হাঁ।"

"তোমার পিসীমা তোমার বিয়ের জন্য চেষ্টা কচ্ছেন না ? তাতে লজ্জা কি মা। চেষ্টা করেন ?"

বালিকা নীরব রহিল।

"করেন না ?"

"করেন বোধ হয়—আমি ভাল জানি না।"

সুরমার আরও কিছু জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা ছিল—কিন্তু মন্দাকিনী আর অবকাশ দিল না, বলিল, "আপনি যাবেন না ?"

"যাবো, আজ নয় আর একদিন। তোমার পিসীমাকে বলো।"

মন্দাকিনী বলিল, "তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন যে, তিনি কি আসবেন? না আপনি যাবেন?"

সুরমা ভাবিয়া বলিল, "তাঁকে কাল সকালে বিশ্বনাথ-দর্শনে যেতে বলো, আমিও যাব।"

"আচ্ছা।"

"তুমিও যেও।"

"আমি হয়ত অতুলকে নিয়ে বাড়ীতে থাকব। ভিড়ে তার কষ্ট হয়।"

হজরত মোহম্মদের অন্তিমকাল

মৌলভী আবদুর রহিম

হজরত মোহম্মদ পীড়িতাবস্থাতেও শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে মস্‌জেদে নামাজ পড়িতেন। কিন্তু স্বর্গারোহণের তিন দিন পূর্ব্ব হইতে তিনি আর মস্‌জেদে গিয়া নামাজ পড়িতে পারেন নাই। ঐ তিন দিন হজরত আবুবকর তাঁহার আদেশানুসারে মুসলমানদিগকে সঙ্গে লইয়া নামাজ পড়িয়াছিলেন।

রবিয়ল আউলের ৯ই তারিখে শুক্রবার দিন হজরতের পীড়া অতিশয় বৃদ্ধি পাইল। বেলাল সেইদিন যথাসময়ে আজান দিয়া হজরতকে নামাজ পড়িবার জন্য ডাকিতে আসিলে তিনি বলিলেন, "বেলাল, তুমি আবুবকরকে আচার্য্যের (এমামের) কার্য্য করিতে বল, আর তোমরা সকলে তাঁহার সহিত নামাজ পড়।" হজরতের আদেশ শুনিয়া বেলাল মস্‌জেদে ফিরিয়া গেল এবং হজরত

আবুবকরকে বলিল, "প্রেরিত মহাপুরুষ আপনাকে এমাম হইতে ও সকলকে নামাজ পড়িতে অনুমতি দিয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া হজরত আবুবকর দুঃখিত হইলেন এবং অন্যান্য শিষ্যগণ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। হজরত সেই ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া বিবি ফাতেমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফাতেমা, ইহারা কাঁদিতেছে কেন?" বিবি ফাতেমা বলিলেন, "আপনাকে মসজেদে দেখিতে না পাইয়া ইহারা ক্রন্দন করিতেছে।" বিবি ফাতেমার কথা শুনিয়া হজরত মোহম্মদ হজরত আলি ও ফজলকে ডাকিলেন, এবং ইঁহাদের স্কন্ধ আশ্রয় করিয়া মস্‌জেদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হজরত আবুবকরই এমামের কার্য্য করিলেন। হজরত মোহম্মদ হজরত আবুবকরের পশ্চাতে বসিয়া নামাজ পড়িলেন। নামাজ পড়া শেষ হইলে তিনি সমবেত মুসলমানদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "মুসলমানগণ, তোমরা তোমাদের ধর্ম্মপ্রচারকের অন্তিম কাল উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া কাঁদিতেছ কেন? আমার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন ধর্ম্মপ্রচারক কি চিরজীবী হইয়াছেন? তোমরা কি মনে কর যে, আমি চিরকাল বাঁচিয়া থাকিব? খোদাতালার ইচ্ছানুসারেই সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়, এবং কাল পূর্ণ হইলে সকল জীবজন্তুই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। যে বিধান কখনও পরিবর্ত্তিত হয় না, সেই বিধানের জন্য তোমরা দুঃখ প্রকাশ করিও না। আমি তোমাদিগের ক্রন্দন শুনিয়া মস্‌জেদে আসিয়াছি, তোমরা আমার উপদেশ শ্রবণ কর :—

"তোমরা মিলিত ও সঙ্ঘবদ্ধ থাকিও; পরস্পরকে ভালবাসিও,

সম্মান করিও এবং শত্রু হইতে রক্ষা করিও। তোমরা ধর্ম্মপ্রচারে রত থাকিও এবং বিশ্বস্ততাসূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া ধর্ম্মকার্য্যাদি সম্পন্ন করিও। নিশ্চয় জানিও এরূপ না করিলে কোনও জাতি উন্নত হইতে পারে না, পরন্তু ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। আমি বিধাতার আদেশে তোমাদের পূর্ব্বে চলিয়া যাইব, তোমরাও আমার পশ্চাদ্‌গামী হইবে। মনে রাখিও মৃত্যু আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তজ্জন্য প্রস্তুত থাকিও। আমার আর একটি অনুরোধ এই যে, পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মপ্রচারকদিগের লোকান্তর গমনের পর তাঁহাদের কবরের ন্যায় আমার কবরকে তোমাদের উপাস্য করিও না।" তাঁহার বক্তব্য পরিসমাপ্ত হইলে তিনি কোরাণ শরিফের একটি সূক্ত বা শ্লোক পাঠ করিলেন—"যাহারা পৃথিবীতে উচ্চতা কিংবা উপদ্রব আকাঙ্ক্ষা করে না, আমি তাহাদের জন্যই পারলৌকিক আলয় নির্ম্মাণ করিতেছি। ধর্ম্মভীরুদিগেরই পরিণাম শুভ।"

ইহার পর হজরত মোহম্মদের পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই সময়ে বিবি ফাতেমা সর্ব্বদা পিতার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থাকিতেন। একদিন তিনি জামাতা হজরত আলিকে ডাকিয়া স্নেহ-কণ্ঠে বলিলেন, "আলি, আমার অন্তিম সময় উপস্থিত। আমার মৃত্যুর পর তোমার অনেক বিপদ উপস্থিত হইবে। তখন তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন করিও।" হজরতের এই হৃদয়বিদারক বাক্য শ্রবণ করিয়া বীরবর হজরত আলি মর্ম্মাহত হইলেন এবং অপলক-চক্ষে হজরতের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখে আর বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না। তখন আবার হজরত মোহম্মদ প্রিয়তম দৌহিত্র

এমাম হাসান ও হোসায়েনকে নিকটে ডাকিয়া মস্তক আঘ্রাণ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন গৃহস্থিত নরনারী ও বালক-বালিকা সকলেই রোদন করিতে লাগিল। হজরতের মুখ-কান্তি কিন্তু তখন প্রফুল্ল কমলসদৃশ অম্লান ও চিন্তালেশবিহীন। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ খোদাতালার ধ্যানমগ্ন। দেখিতে দেখিতে সেই জ্যোতির্ম্ময় পবিত্র মূর্ত্তি স্থির ও প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল। এইরূপে একাদশ হিজরীর রবিয়ল আউলের ১২ই তারিখ সোমবার (৬৩২ খ্রীঃ অব্দের ৮ই জুন) জগতের শান্তিদাতা, সদাচারাদি গুণের নিকেতন, ন্যায়নিষ্ঠ, প্রেরিত পুরুষ প্রভাকর হজরত মোহম্মদ মুস্তাফা স্বর্গারোহণ করিলেন। জন্মদিবসে ৬৩ বৎসর বয়সে হজরতের পার্থিব জীবন-লীলার অবসান হইল। পবিত্রাত্মার স্বর্গারোহণের সঙ্গে সঙ্গে হজরতের আবাস-গৃহ এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সৌরভে আমোদিত হইল।

হজরতের প্রাণাধিকা দুহিতা বিবি ফাতেমার শোকের ইয়ত্তা নাই। পিতার অন্তর্দ্ধানে তাঁহার মুখমণ্ডল যে মলিন ভাব ধারণ করিল, সেই ভাব আর জীবনে তিরোহিত হয় নাই। আর পুণ্যশীলা বিবি আয়েসার শোকসিন্ধুর পরিমাপ করা সাধ্যাতীত। তিনি শোকাশ্রু-প্লাবিত হইয়া কাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "হায়, যিনি ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা দরিদ্রতাকেই প্রিয় মনে করিতেন, যিনি মুসলমানদিগের পাপক্ষালনের জন্য অহোরাত্র প্রার্থনা করিতেন, যিনি সর্ব্বদা দরিদ্রকে ভিক্ষা দান করিতেন, সেই ধর্ম্মপ্রচারকের বিয়োগে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।"

হজরতের তিরোধানে হজরত ওমরের এতাদৃশ চিত্ত-বৈকল্য ঘটিয়াছিল যে, তিনি শোকাকুল হইয়া বলিয়াছিলেন, "হজরতের মৃত্যু হয় নাই। তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছেন মাত্র।" বাস্তবিক তিনি তরবারি-হস্তে গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "হজরতের মৃত্যু হইয়াছে যে এই কথা বলিবে আমি তরবারির আঘাতে তাহার জীবনান্ত করিব।" এই দুর্দ্দিনে একমাত্র হজরত আবুবকর ধৈর্য্যগুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি কখনও আত্মহারা হন নাই। তিনিই হজরত ওমরকে এই কথা বলিয়া শান্ত করিয়াছিলেন—"ওমর, তুমি কি শ্রবণ কর নাই যে, খোদাতালা তাঁহার পুস্তকে বলিয়াছেন, 'মোহম্মদ, তুমি আমার প্রেরিত ও মৃত্যুর অধীন।' তবে কেন তুমি বলিতেছ যে, তাঁহার মৃত্যু হয় নাই?"

ইহার পর হজরত আবুবকর মসজেদে গমন করিয়া বেদীর উপর উপবিষ্ট হইলেন এবং জনমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "যাহারা হজরত মোহম্মদের উপাসনা করিত তাহারা অবগত হউক যে, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। আর যাহারা খোদাতালার উপাসনা করিত তাহারা অবগত হউক যে, খোদাতালা জীবিত আছেন, কখনও তাঁহার মৃত্যু হয় না।" পরে তিনি কোরাণ শরিফ হইতে একটি সূক্ত বা শ্লোক আবৃত্তি করিলেন। ইহার মর্ম্ম এই ঃ—

"মোহম্মদ খোদাতালার প্রেরিত পুরুষমাত্র। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মপ্রচারকগণ সকলেই চলিয়া গিয়াছেন। তবে যদি এই ধর্ম্মপ্রচারকের মৃত্যু হয় তাহা হইলে তোমরা কি ধর্ম্মত্যাগ করিবে?"

হজরত আবুবকরের প্রবোধবাক্যে মুসলমানগণ ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন। তখন সেই পবিত্র পুরুষকে সমাধিস্থ করিবার ব্যবস্থা হইতে লাগিল। হজরত পীড়িত হইয়া একদিন বলিয়াছিলেন, "আমার মৃতদেহকে আমার আত্মীয়স্বজন ব্যতীত আর কেহ যেন স্নান না করায়।" তদনুসারে হজরত আলি ও আব্বাস প্রভৃতি আত্মীয়গণ হজরতের পবিত্র শবদেহ স্নান করাইলেন। স্নানের পর শবদেহ সুগন্ধি দ্রব্যে সিক্ত এবং তিনখানি বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করা হইল। এই তিনখানি বস্ত্রের দুইখানি শ্বেতবর্ণ, আর একখানি "ইমেন" প্রদেশের চাদর। ইহার পর প্রথমে পুরুষ, পরে নারী এবং সর্ব্বশেষে বালক-বালিকাগণ যথাক্রমে জানাজার নামাজ বা শব-সম্মুখে অন্তিম-প্রার্থনা সম্পন্ন করিল।

এই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইলে হজরতের পবিত্র শব কোন্ স্থানে সমাধিস্থ করা হইবে এই বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হইল। কেহ বলিলেন যে গৃহে হজরত দেহ ত্যাগ করিয়াছেন সেই গৃহেই তাঁহাকে সমাধিস্থ করা উচিত। কেহ বলিলেন মদিনার মসজেদে, কেহ বলিলেন বকি সমাধিক্ষেত্রে, কেহ বলিলেন মক্কায়, আবার কেহ বলিলেন জেরুজালেমে হজরতের শবদেহ সমাধিস্থ করা উচিত। এই সকল অভিমত শ্রবণ করিয়া হজরত আবুবকর বলিলেন, "আমি এক সময়ে হজরতের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, ধর্ম্মপ্রচারকগণের মধ্যে যিনি যে স্থানে দেহ রক্ষা করেন সেই স্থানেই তাঁহার শব সমাধিস্থ করা বিধেয়।" এই কথাতেই এই সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল। হজরত মোহম্মদ আয়েসা বিবির যে [illegible] মানবলীলা

সংবরণ করিয়াছিলেন সেই স্থানেই তাঁহার শব সমাধিস্থ করা হইল।

হজরত মোহম্মদের দৈহিক গঠন ও কার্য্যাবলী

হজরত মোহম্মদ নাতিদীর্ঘ বা নাতিহ্রস্ব ছিলেন না। তিনি স্থূলকায় ও দীর্ঘবাহু ছিলেন। তাঁহার বক্ষঃস্থল প্রশস্ত, মস্তক বৃহৎ, ললাটদেশ উন্নত এবং মুখমণ্ডল গোলাকার ছিল। তাঁহার দীর্ঘ নাসিকা ও তীক্ষ্ণ চক্ষু প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিত। হজরতের দশন-পংক্তি তুষারের ন্যায় শুভ্র, ভ্রূযুগল ধনুকের ন্যায় বঙ্কিম এবং স্কন্ধলম্বী কেশগুচ্ছ জলদমালার ন্যায় নিবিড় দৃষ্ট হইত।

হজরতের বিনয়-নম্রতা দর্শকমাত্রকেই অভিভূত করিয়া ফেলিত। তিনি স্বয়ং স্বহস্তে প্রায় সমস্ত গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। সর্ব্বদাই তাঁহার মুখে হাসি বিরাজ করিত। তাঁহার প্রকৃতি অত্যন্ত গম্ভীর ছিল এবং বাক্যাবলী সুধাবর্ষণ করিত। তিনি বিশ্বপ্রেমিক ছিলেন। শিশুদিগকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তিনি জীবনে কাহাকেও আঘাত করেন নাই, বা অভিশাপ প্রদান করেন নাই। তিনি সর্ব্বদাই পীড়িতের সেবা করিতেন এবং ক্রীতদাস-দাসীগণের গৃহে অকুণ্ঠিতচিত্তে ভোজন করিতে যাইতেন। নম্রতা, দয়ালুতা, ধৈর্য্য, আত্মত্যাগ ও মহানুভবতা প্রভৃতি গুণে তাঁহার চরিত্র অলঙ্কৃত ছিল। তিনি শত্রুর প্রতিও দয়ালু ব্যবহার করিতেন। তিনি জীবনে তাঁহার ভৃত্যকে তিরস্কার করেন নাই।